# আনন্দ-প্রসূন।

রচয়িতা—

ওঁম্ স্বামী।

28.11.18

Bk 125
1918

# আনন্দ-প্রসূন।

[ বিলাস-তত্ত্ব ]

রচয়িতা—

ওঁম্ স্বামী ( স্বামী পরমানন্দ )

প্রকাশক—

শ্রীদেবানন্দ ব্রহ্মচারী।

শঙ্কর-মঠ, রামরাজাতলা, হাওড়া।

সন ১৩২৫ সাল।

সর্ব্বস্বত্ব সুরক্ষিত ]

মূল্য ।৵০ আনা।

2390

BL 125

# আনন্দ-প্রসূন।

রচয়িতা—

ওঁম্ স্বামী।

28.11.18

BL 125
Li Hg 1918

# আনন্দ-প্রসূন।

[ বিলাস-তত্ত্ব ]

রচয়িতা—

ওঁম্ স্বামী ( স্বামী পরমানন্দ )

প্রকাশক—

শ্রীদেবানন্দ ব্রহ্মচারী।

শঙ্কর-মঠ, রামরাজাতলা, হাওড়া।

সন ১৩২৫ সাল।

সর্ব্বস্বত্ব সুরক্ষিত ]

মূল্য ।৵০ আনা।

কলিকাতা, ৮৪ নং অপার চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁকো

সুলভ প্রেসে

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

# প্রস্তাবনা।

নন্দন-প্রসূনে নাই যে জ্ঞান-সুবাস।
আনন্দ-প্রসূনে সেই সুরভি-বিলাস॥

# সমর্পণ।

বিজ্ঞান-প্রসূনে হয় উপাসনা যাঁ'র।
আনন্দ-প্রসূন এই হো'ক্ প্রিয় তাঁ'র॥

# ভূমিকা।

সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয় না এমন প্রাণী জগতে বিরল। বিরল কেন, 'নাই' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাণিজগতের মধ্যে দেখা যায়—কুরঙ্গ শব্দের সৌন্দর্য্যে, মাতঙ্গ স্পর্শের সৌন্দর্য্যে, পতঙ্গ রূপের সৌন্দর্য্যে, মৎস্য রসের সৌন্দর্য্যে এবং মধুপ গন্ধের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া থাকে। মুগ্ধই বা বলি কেন? ইহারা এই সকল সৌন্দর্য্যে এতই বিহ্বল হয় যে, তজ্জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত হারায়। তাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জীবকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্য বলিয়াছেন—

"শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ
পঞ্চত্বমাপুঃ স্বগুণেন বদ্ধা।
কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-মীন-
ভৃঙ্গা নরঃ পঞ্চভি রঞ্জিতঃ কিম্॥"

(বিবেকচূড়ামণি ৭৮)

অর্থাৎ হরিণ, হস্তী, পতঙ্গ, মৎস্য এবং ভ্রমর ইহারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী গুণে যথাক্রমে আকৃষ্ট হইয়া যখন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন মনুষ্য একাধারে উক্ত পঞ্চগুণে অনুরক্ত হইয়া যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কিন্তু এই যে মৃত্যু, ইহা কেন ঘটে? ইহা কি সৌন্দর্য্যের মহিমা নহে? ইহা কি সৌন্দর্য্যেরই আকর্ষণী-শক্তির ফল নহে? ইহা কি

মাধুর্য্যেরই মোহিনী-শক্তির প্রভাব নহে? বাস্তবিকই সৌন্দর্য্য নিজ দ্রষ্টাকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে, ইহা নিজ ভোক্তাকে অতল সমুদ্রে ডুবাইয়া দেয়। সকলে দেখিয়া থাকেন, পতঙ্গ অগ্নিতে পুড়িয়া অগ্নিরূপতা প্রাপ্ত হয়। হস্তী পঙ্কমধ্যে ডুবিয়া যায়, প্রেমিক প্রেমাস্পদকে দেখিয়া আত্মহারাই হইয়া পড়ে।

কিন্তু তাহা হইলেও এই সৌন্দর্য্য সেই পরম সুন্দরের কোটী কোটী ভাগেরও এক ভাগ নহে। এই সকল সৌন্দর্য্যের আকর সেই এক অদ্বিতীয় বস্তু, এই সকল সৌন্দর্য্যের অক্ষয় প্রস্রবণ সেই সচ্চিদানন্দ-বস্তু, যাহাকে পাইলে জীব সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয় সর্ব্বভূতে নিজ আত্মাকে অনুভব করে এবং সর্ব্বভূতকে প্রাণের প্রাণ পরমাত্মা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারে। তাঁহারই সত্তায় জগতের সত্তা, তাঁহারই প্রকাশে জগতের প্রকাশ, তাঁহারই সৌন্দর্য্যের এককণা লইয়া এই জগতও সৌন্দর্য্যময়। ইহারই লেশমাত্র স্থাবর-জীবনে কুসুমদামে বিকসিত, জঙ্গম-জীবনে যৌবনে প্রস্ফুটিত, ভাবভঙ্গীতে হাস্যরূপে অভিব্যক্ত, রসের মধ্যে মধুররসে বিরাজিত, ভাষার মধ্যে শ্লোক বা ছন্দরূপে প্রকটিত এবং স্বরের মধ্যে সঙ্গীতরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মানুষ যে কথাটী বলিতে চাহে, তাহা যদি ছন্দোবদ্ধ ভাবে গীত হয়, তাহা হইলে তাহাতে যত মাধুর্য্য অনুভূত হয়, তাহাতে যত মিষ্টতার আস্বাদ পাওয়া যায়, তাহা কি আর অন্য কোনরূপে হইতে পারে? আর সেই জন্যই বোধ হয় ভগবান বলিয়াছেন—

"বেদানাং সামবেদোঽস্মি" (গীতা)

অর্থাৎ আমি বেদমধ্যে সামবেদ, ইত্যাদি। বস্তুতঃ, শ্লোকবদ্ধ ঋগ্‌বেদের মন্ত্রগুলির মধ্যে যে গুলি গানের যোগ্য হয়, সেইগুলি একত্রিত হইয়া সামবেদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যাহা

গীত হয়, তাহাই সাম, গানেরই অপর নাম সাম এবং সেই সাম যাহাতে আছে তাহাই সামবেদ। সুতরাং শ্লোক বা সঙ্গীতে যে সৌন্দর্য্যের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি, তাহাতেই যে মাধুর্য্যের নিরতিশয় প্রাচুর্য্য, তাহা কি আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয়? প্রাণের কথা শ্লোক বা সঙ্গীতে যেরূপ শ্রোতার প্রাণস্পর্শী হয়, সেরূপ কি আর অন্য কিছুতে হইতে পারে?

তাহার পর, এই সঙ্গীত বা শ্লোক আবার যদি সেই সচ্চিদানন্দ বস্তুর অনুভূতিপ্রকাশে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে যে মাধুর্য্য অনুভূত হয়, তাহার কি আর তুলনা আছে? প্রদীপ যেমন সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারেন না, খদ্যোত যেমন চন্দ্রমাকে মলিন করিতে পারে না, জগতের কোন বস্তুও তদ্রূপ সে অনুভূতির পরিচয় দিতে পারে না, যাহার আনন্দ-লেশ লইয়া জগতের শ্রেষ্ঠ আনন্দ, তাহার অনুভবে যে আনন্দ তাহা কি কখন উপমার দ্বারা বুঝাইতে পারা যায়? কখনই নহে।

ইহার পর সেই সচ্চিদানন্দ-বস্তুর অনুভূতি-সঙ্গীত যদি আবার কোন প্রকৃত ত্যাগী সন্ন্যাসীর সঙ্গীত হয়, যদি আবার ভূদেব কুলভূষণ কোন সাধকের প্রাণের কথা হয়, যদি তাহা তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধির পরিচায়ক হয়, যদি তাহা তাঁহার প্রাণের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা হইলে তাহার পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করাও বৃথা।

আমাদের পরম সৌভাগ্য বঙ্গে শঙ্কর-মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ-পুরী মহোদয় তাঁহার নীরব, নিভৃত, দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার ফল এই পদাবলীও সঙ্গীতাকারে আমাদিগকে বিতরণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন; তিনি তাঁহার সেই সচ্চিদানন্দের অনাবিল অনুভূতিকে এই 'আনন্দ-প্রসূন' নামক গ্রন্থে অতীব মনোহারিণী ভাষায় বিবিধ সুমধুর ছন্দে 'সদ্‌বিলাস', 'চিদ্‌বিলাস' ও

'আনন্দ-বিলাস' নামক তিনটী কুসুম-গুচ্ছে একটী অপূর্ব্ব মাল্য রচনা করিয়া পরমানন্দভক্তবৃন্দের গলদেশে অর্পণ করিয়াছেন। সহৃদয় পাঠকবর্গই দেখিবেন—স্বামীজী কিরূপভাবে তাঁহার সেই আনন্দানুভূতি-কুসুমে এই অপূর্ব্ব মালা গাঁথিয়াছেন। এ মাল্যের স্পর্শে প্রাণমন শীতল হইবে, সংসারের বিষজ্বালা নিবারিত হইবে, ইহার সৌরভে পরমপ্রেমাস্পদের জন্য প্রাণমন ব্যাকুল হইবে এবং জগতের সকল সুখকে তুচ্ছ করিবার সামর্থ্য জন্মিবে। সঙ্গীত অনেকেই রচনা করিয়াছেন, এ ভাবে এ রসের সঙ্গীত নিতান্তই বিরল। বঙ্গভাষা ইহাতে যে বিশেষভাবে পুষ্ট হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই মহা পুরুষের হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া এইরূপ অমিয়ধারা ঢালিয়া জগতের তাপিত প্রাণ শীতল করুন, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর সংশয় ছেদন করুন, সাধকের নিষ্ঠা সুদৃঢ়া করুন এবং সর্ব্বসাধারণকে নিতান্ত নির্ম্মল ভগবৎ-প্রেম-রসে পরিপ্লুত করুন।

কলিকাতা,<br>
সংস্কৃত কলেজ।<br>
১৩ই শ্রাবণ, ১৩২৫ সাল।

শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়।

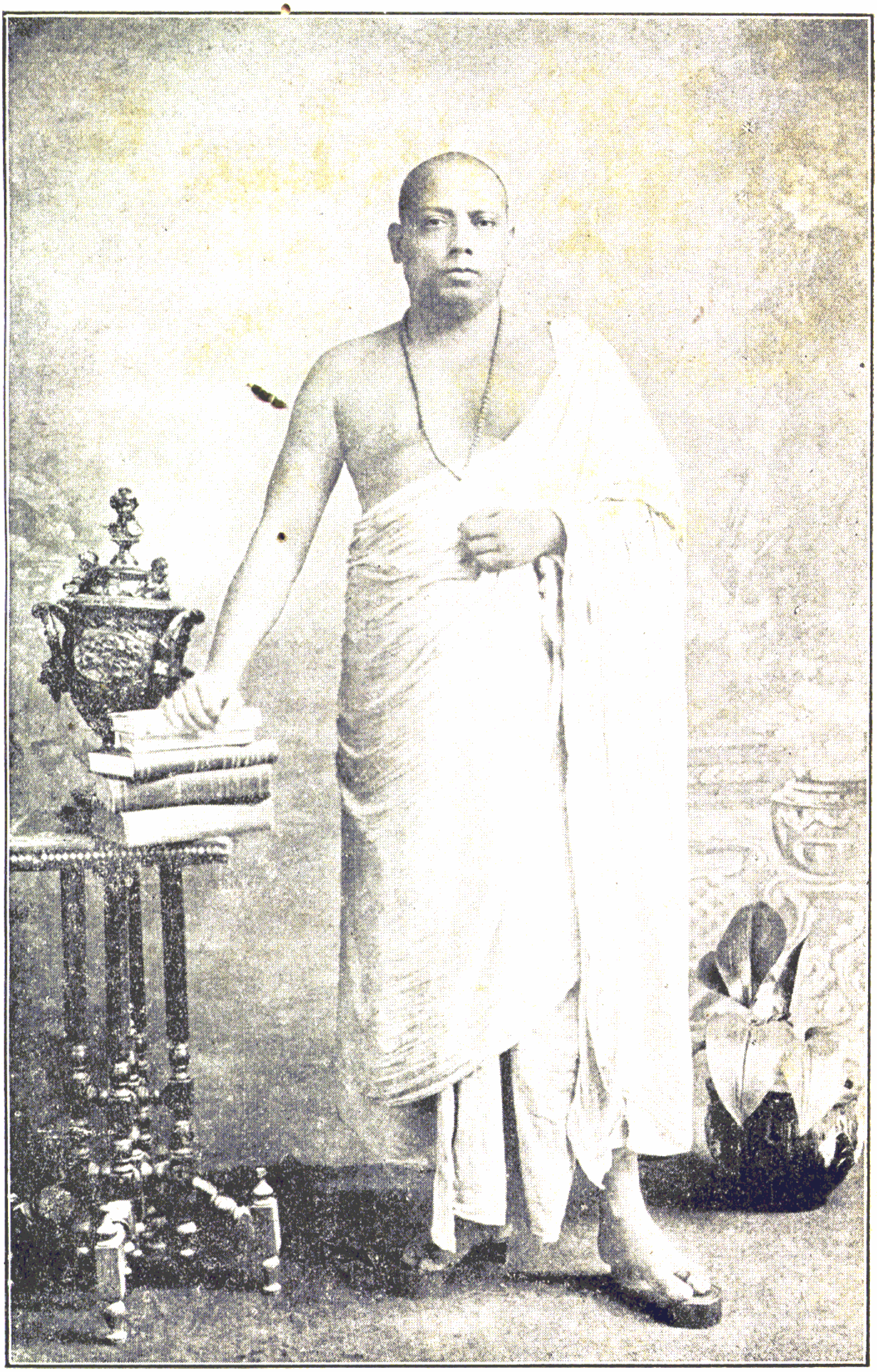

ওঁম্ স্বামী ( স্বামী পরমানন্দ )

ওঁম্

# আনন্দ-প্রসূন।

## প্রথম গুচ্ছ।

### সাধন-বাস।

( সদ্ বিলাস। )

১

ভাব্‌লে যা'কে ভাব না থাকে, ভাব্‌না স'রে যায়।
ভেবে সে দূর, মরি ভেবে, পেয়েও হৃদে তা'য়॥

বাইরের যা' মিথ্যা অসার, মানিয়া তা'ই সত্য সুসার,
কতই জাঁকে জমাই পসার, ঠেকেও নানা দায়।
একবার না চক্ষু তুলে, দেখি প্রাণের কপাট খুলে,
জাগে কি না প্রাণের মূলে, যে ধন প্রাণ চায়।
সে ধন ঠিক স্বভাব যেমন, রয় সে ভাবে সমান চেতন,
হেলায় না তা'র করি যতন, এমনি ভুল হায়।
কবে রে এই ভুল ভাঙিবে, মায়া-ঘন-ঘোর কাটিবে,
প্রাণের ধন প্রাণ হেরিবে, জাগ্‌বে শান্তি যা'য়।

২

ভবের ভাব আর চাই না কিছু জান্‌তে।
ভাব যা' জেনে ভাব্‌না বাড়ে, জীবন যায় কান্‌তে॥

ভবের ভাবে মত্ত হ'লে, ভবের ভাব আন্‌তে।
শিবের গীতের মত তাহা, দাঁড়ায় ধান ভান্‌তে॥
কামে হয় যে কামের জয়, চাহে না প্রাণ মান্‌তে।
সাপ উঠে গো গর্ত্ত থেকে, কেঁচো ধ'রে টান্‌তে॥
ভাবের শিরে স্বভাব-খাঁড়া, পারে যেজন হান্‌তে।
ভেবে ভেবে নয় সে সারা, দুখের পাঁক ছান্‌তে॥
মায়া তরে হয় না তা'র, অন্য অস্ত্র সান্‌তে।
ইচ্ছা-ডোরে পারে তা'রে, অনায়াসে ছান্‌তে॥

---

৩

কবে রে মোর দেহাত্ম-বোধ স'র্‌বে।
মদের নেশা দূরে যাবে, প্রেমের নেশা ধ'র্‌বে॥

অহঙ্কার চূর্ণ হ'বে, নব সাজ না প'র্‌বে।
ভঙ্গী করি' সঙ্গী ল'য়ে, মন না মজা ক'র্‌বে॥
সংস্কার-বিষে আর, সতত না জ্ব'র্‌বে।
গণি' মায়া তুচ্ছ ছায়া, ভূতের হাতে ত'র্‌বে॥
বিবেক-ভানুর কিরণ পেয়ে, আশার কলি ঝ'র্‌বে।
আঁধার ঘরে ফুট্‌বে আলো, দস্যুগুলো ড'র্‌বে॥
ভাবকে মানি' তুফান সম, স্বভাবে প্রাণ চ'র্‌বে।
বিশ্ব হেরি' ব্রহ্মময়, সমস্বে কাল হ'র্‌বে॥

---

৪

এ দেহের এই ত দেখি শেষ।
সবই মাটি, রয় না খাঁটি, এক গাছিও কেশ॥

এ ধন লাগি' জীব ত দাগী, ঘুরি' সকল দেশ।
বাড়ে গো পাপ, অভাব, তাপ, ছাড়ে প্রেমাবেশ॥
এরই জন্য সত্ত্ব শূন্য, হয় না তত্ত্বোন্মেষ।
খেটে মরে সদা ডরে, মানি' কালাদেশ॥
এরই তরে ধরার 'পরে, নাই রে শান্তি লেশ।
যাবজ্জীবন চলে ভীষণ হিংসা, দ্বন্দ্ব, দ্বেষ॥
দেহাত্ম-জ্ঞান থাক্‌তে রে প্রাণ, কিরূপ হৃদয়েশ।
জান্‌তে নারে, মায়া-ঘোরে, তথ্য সবিশেষ॥

---

৫

এক রোগে মোর সব গিয়েছে,
এক ভোগে মোর জ্ঞান দিয়েছে;
এক দোষে এ প্রাণ-বিহঙ্গ, পচা খাঁচা সার ক'রেছে।

তুকে তাকে সুখে দুখে, শৈশবে যা' কাল কেটেছে,
কৌমার শেষ না হ'তে, বেশ যৌবনের ঢেউ ছুটেছে।
ভাগ্য-দোষে বালাই এসে, এম্‌নি তখন কল পেতেছে,
মজা পেয়ে সোজা কাযে, কামের ধ্বজা খুব উড়েছে।
প'ড়ে যোড়ে বিষম তোড়ে, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল ভেসেছে,
ব্যাধি যবে পাড়্‌লো তবে, ধর্ম্মপথে চোখ প'ড়েছে।

প'ড়্‌লে কি হয়, যেরূপ ক্ষয়, মনে বড় ভয় বেড়েছে,
আর যে ভাবে স্থির সে র'বে, সে আশার মূল উঠেছে।
মানি—এখন ঠেকিয়ে মন, ত্যাগের পথ ঠিক ধ'রেছে,
সে ত্যাগেও ত বিঘ্ন শত, পিছু পিছু রোগ চ'লেছে।
হৃদয় মাঝে বিষয়-স্মৃতি, এমন ভাবে স্থান পেয়েছে,
এত যে আ'জ ম'র্‌ছি জ্ব'লে, তবু না তা'র আশ মিটেছে।
সাধন কালে এরূপ হ'লে, ভরসা আর কি র'য়েছে,
সম্বল এক মায়ের নাম, তাহাও কই সার হ'য়েছে।
অনুতাপে বিষাদ-চাপে, কেঁদে কেঁদে দিন যেতেছে,
জানি না মা, আমার ভালে, আরো কত কি লিখেছে।
যা' হ'বার তা' হোক্ এবার, আনন্দ এই সার ভেবেছে,
কেমন মা সে নিস্তারিণী, এ পরীক্ষার দিন এসেছে।

---

৬

তুমি নাথ, না জাগালে, ভাঙে কি ঘুমের ঘোর।
তুমি প্রেমে না টানিলে, ছিঁড়ে কি মায়ার ডোর॥

জীব যত অভিমানে, আপনাকে বড় মানে,
তত তা'র জাগে প্রাণে, ভয়, ভ্রান্তি, চিন্তা-ঘোর।
তব ইচ্ছা না জাগিলে, তুমি পিছু না থাকিলে,
কৃপা-বারি না ঢালিলে, চলে নাকো কা'রো জোর।
আছ জেগে হৃদি-মূলে, জয়-কেতু সদা তুলে',
তবু আমি তোমা ভুলে', অহঙ্কারে থাকি ভোর।

সব তব, তুমি সবে, এই সত্য জানি কবে,
সে স্বভাবে র'ব ভবে, না সাজিয়ে ভাব-চোর।
হে সুশান্ত প্রাণকান্ত, পান্থ আমি বড় ভ্রান্ত,
কর ত্বরা প্রাণ শান্ত, ভ্রম-অন্ত করি' মোর।

---

৭

যেরূপ পতিত হ'লে মা তুই, নিজেই ডেকে ল'স তারিণী।
সেরূপ যদি হই গো আমি, তাবৃতে হ'বে দুখবারিণী॥

আমি জানি, আমার মত, মায়া-সেবায় কেউ না রত,
করি এরূপ দোষ সতত, আ'জো যাহা কেউ করেনি।
রিপু-বশে ভ্রান্ত হেন, অতি ঘৃণ্য পশু যেন,
যেন তেন প্রকারেণ, মিটাই সাধ পাপহারিণী।
নাইকো কোন আর্য্য-আচার, নাইকো ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার,
সত্য-ছলে মিথ্যা-প্রচার, একটা কোন দোষ সারেনি।
এই ত গেল দশা আমার, পতিত হ'তে বাকী কি আর,
এরূপ কিছু দে মা, এবার, দিতে যাহা কেউ পারেনি।
করিস্ যদি কৃপা এখন, কর্ মা, এমন প্রেমে মগন,
ভবে এসে যেন কখন, এ রূপের ধার ধারিনি।
তা' না হ'লে অন্ত যখন, ভাবি যেন ভাঙ্‌লো স্বপন,
ধ'রেই আছি মা, তোর চরণ, কেহ যেন প্রাণ হরেনি।

---

৮

অন্য সব কাযে আমি মজা পাই,
শুধু তব কাযে মজিতে চাহিনে।
সকলেরি গুণ গাহি শত মুখে,
তব গুণ-গাথা ভুলেও গাহিনে॥

বিপদে পড়িয়ে তোমাকে সাধিতে, চাহি যদি কভু, অপটু ডাকিতে,
ক্ষিপ্ত এত চিত, বুঝিয়াও হিত,
ভাবে সমাহিত থাকিতে পারিনে।
হেন কামনা নানা তখন ভাসে, মানসে আনে টানি' বিষয়-পাশে,
বদ্ধ হ'য়ে ক্রমে, মুগ্ধ থাকি ভ্রমে,
মুক্ত হ'তে প্রেমে তোমাকে ডাকিনে ;
তুমি হে ঈশ, তাহা অনিশ দেখিয়ে, সন্তোষ দান তরে অন্তরে জাগিয়ে,
তথ্য বুঝাইতে, সত্য ভজাইতে,
টান হে সু-দিকে যে দিকে চাহিনে।

৯

ডুবিল দিনমণি গভীর নীরে।
এখনো তরিখানি রেখেছি তীরে॥

নিবিড় তমোরাশি, সমীরে ভাসি' আসি',
আসন নিল পাতি', ধরণী-শিরে।
কল্লোল-কলরোল, হিল্লোল চল কোল,
বিলোল করে প্রাণ, ফেলিয়ে ঘিরে।
নিরাশে এবে মোর, মানসে ভাসে ঘোর,
ভাবি সে দিবা কবে, আসিবে ফিরে।

১০

চলিতে তরি বেয়ে, আলোক ভরসায়।
মানস ঘিরে নিল, তামস-কোয়াসায় ॥

অকূল নীরনিধি, আকুল নিরবধি,
শঙ্কিত চিত তা'ই, কম্পিত নিরাশায়।
অনিল অনুকূল, প্রবল প্রতিকূল,
জানি না পরে মোরে, ফেলিবে কি দশায়।
এখনি যাহা হেরি, ডুবিতে নাহি দেরি,
কেবল গুরু-বল, ভীষণা এ নিশায়।

---

১১

দীরঘ বেলা হ'ল, হেলাতে অবসান।
রহিল তটে পড়ি', শুধু এ তরিখান ॥

অপার পারাবার, আঁধারে ভীমাকার,
অধীর সমীরণ, গাহিছে লয়-গান।
সাহসে ভর করি', ঊর্ম্মিতে ছাড়ি তরি,
নাহি সে কাল এবে, নিরাশে ম্রিয়মাণ।
কাণ্ডারী বিনা আর, কে ল'বে পার-ভার,
কাতরে তা'ই তা'রে, ডাকি রে সঁপি' প্রাণ।

---

১২

চরণ পাছে বরণ সম হয়।
শব-ভাবে তা'ই ও শিব, মা, তোর পদে প'ড়ে রয়॥

বুক থেকে পা সরিয়ে দিয়ে, উঠে যদি সে দাঁড়িয়ে,
যাবে মা, তোর নাম ডুবিয়ে, রূপের ডালি শূন্যময়।
নিরাপদে কোনো পদে, পার্‌বি না আর থাক্‌তে পদে,
মিশ্‌তে হ'বে সর্ব্ব-পদে, যে পদে হয় সর্ব্ব লয়।
স্বামীর সঙ্গ তা'ই মা, ছাড়ি', ক'র্‌তে গেলে বাড়াবাড়ি,
নিজেই যাবি যমের বাড়ী, কালের কোথা কাল-ভয়।
সব চেয়ে মা, ভাল এ'টি, এ হৃদ্‌-পদ্মে ও পা দু'টী—
রাখলে, সদা থাক্‌বি ফুটি', দেখ্‌বি কা'রো নাইকো ক্ষয়।

---

১৩

নমি গো মা বাক্‌বাদিনী।
শ্বেতাম্বরা, শ্বেতাকারা, শ্বেত অব্জ-বাসিনী॥

ডাকি আজি যুড়ি' পাণি, এস হৃদে বীণাপাণি,
তুলো রাগে বীণা-নাদ, তিনগ্রামভেদিনী।
না শুনি' সহজ ধ্বনি, সতত প্রমাদ গণি,
কর বুদ্ধ হৃদিখানি, কলাবিদ্যাদায়িনী;
না দিলে মা, কৃপা-ছায়া, কে আর ঘুচাবে মায়া,
খুল ত্বরা সুধা-ঝরা, মনোহরা হ্লাদিনী।

---

১৪

এম্‌নি মা, মোর পোড়া কপাল।
যুটেও শত ভক্ত গোপাল, দাঁড়াল তা' শক্ত গো-পাল ॥

বহু লোকে রয় মা, সুখে, ল'য়ে ভক্ত রাখাল, ভূপাল।
পেয়েও তা' সব, দুখের রব, উঠ্‌ছে মুখে সকাল বিকাল ॥
ভক্ত হ'তে কোন মতে, গুরুর কভু হয় না বে-হাল।
আমায় কিন্তু ভেবে জন্তু, ক'র্‌ছে তা'রা সদাই নাকাল ॥
পাত্র মিত্র যে সব চিত্র, দেখায়, হ'য়ে যেরূপ মাতাল।
অহঃরহঃ গাত্র-দাহ, হ'য়েছে তা'ই সাজ্‌তে বাচাল ॥
তা'ই ত কাযে মাঝে মাঝে, দেখিতে পাস্‌ একটু বে-তাল।
নইলে আলে কোনো কালে, বেঠিক নয় তোর এ দুলাল ॥

---

১৫

( তুমি ) পান্থ পানে কেন নাহি চাও।
শ্রান্ত হ'য়ে ডাকি কত, শুনিতে না পাও ॥

আঁধারে ভ্রমান্ধ হ'য়ে, ঘুরি গো বিপথে যেয়ে,
ঠিক পথে লও টেনে, আলোক দেখাও।
পাথেয় ছিল যা' কাছে, ছ'টা চোরে লুটিয়াছে,
তবু দেখ ফেরে পাছে, তা'দের হটাও ;
এতদিন গেল কাটি', দেখিতে না পাই ঘাঁটি,
কত দূর কহ খাঁটি, হৃদয় জুড়াও।

১৬

বুঝেছি হ'বে না তাহা, যে সুখে এ ভবে থাকা।
যাতনা সহিতে সদা, শুধু এ জীবন রাখা ॥

ভোগ-সুখে ভাব-ভঙ্গ, দুঃখে তা'র বাড়ে রঙ্গ,
তা'ই হেন দুঃখ-সঙ্গ, দুঃখ-সাজে অঙ্গ ঢাকা।
যতদিন দেহ র'বে, দুঃখ তা'ই বন্ধু হ'বে,
হৃদয় সে জিনি ল'বে, ব্যবস্থা যা' করি' পাকা ;
ভাব-হেতু দুঃখ যবে, দুঃখ-চিন্তা কোথা তবে ?
জানায় দুখ উচ্চ রবে, ভবের সুখ তাঁকে ডাকা।

---

১৭

কবে আর ক'র্‌বে দয়া, কবে আর দেখ্‌বে চেয়ে।
বিষাদ-ঘন হৃদ্-গগন, ক্রমশঃ যে ফেল্‌লো ছেয়ে ॥

একে ঘোর অন্ধকার, ঘিরিয়াছে চারি ধার,
তারো পরে এ ষা' আবার, সোয়াস্তি নাই কোথাও যেয়ে।
ভ্রমে যে কায কর্‌তে বসি, তা'তেই লোকে করে দোষী,
ক'র্‌তে না পাই মেশামিশি, মনের মত কা'কেও পেয়ে ;
যে ভোগই যখনি ধরি, রোগে তাহে জ্ব'লে মরি,
বল তবে কিরূপ করি', কি সুখ কোথা লই গো চেয়ে।
তোমায় ডেকে আনন্দ পাই, তা'ই তোমাকে দেখিতে চাই,
দাও গো দেখা প্রাণ জুড়াই, বেড়াই সুখে নেচে গেয়ে।

---

১৮

যে ভাবে যে দেখুক্ তোরে, তুই মা আমার।
চাহি গো তা'ই ক'র্‌তে সদাই, শিশু-ব্যবহার॥

বুকে, পিঠে, কোলে, পদে, রাখিস্ যেথা থাক্‌বো পদে,
কাট্‌বে রে কাল নিরাপদে, তোকেই ভাবি' সার।
যা' হ'বার তা' হ'য়ে গেছে, এবে না সেই ভ্রান্তি আছে,
নাই ব'লে ত মা, তোর কাছে, চাই না কিছু আর ;
থাক্‌লে শিশু-মতি মম, দেখ্‌লে মা, তুই শিশু সম,
ঘুচ্‌বে ত্বরা হৃদি-তমঃ, খুল্‌বে মুক্তি-দ্বার।

---

১৯

মা ব'লেছি যখন তোকে, ভাব্‌না কি গো আর।
পুত্র ভেবে কর্ মা এবে, মাতৃ-ব্যবহার॥

পড়িয়ে মা স্বার্থ-ঘোরে, অন্য ভাবে দেখে মোরে,
বাঁধিস্ না রে দুঃখ-ডোরে, দিয়ে চিন্তা-ভার।
আমি তোকে মাতৃ-জ্ঞানে, সদা তোর থাকি' ধ্যানে,
বড় শান্তি পাই প্রাণে, ভুলি এ সংসার ;
এতেও যদি ভাবিস্ মন্দ, তোকেই আগে করি সন্দ,
মায়ে পোয়ে হয় গো দ্বন্দ্ব, ইচ্ছা না আমার।

---

২০

বুকে ধরি' প্রকৃতিরে তুমি যথা সদা স্থির।
সে দশা মোর হ'বে যবে, জান্‌বো আমি ধর্ম্মবীর॥

না হ'বে তা' যতদিন, র'লেও মন প্রজ্ঞাধীন,
না রহিব চিন্তাহীন, হরিতে দিন হ'য়ে ধীর।
তব সম ক'র্‌তে রঙ্গ, চাহে প্রাণ মায়া-সঙ্গ,
হয় না যেন সে ভাব-ভঙ্গ, রঙ্গে মাতি' পৃথিবীর ;
জীবনের লক্ষ্য তা'ই, তা'ই এই ভিক্ষা চাই,
মূল যেন না হারাই, পাই ভাব-সিন্ধু-তীর।

---

২১

মন, যদি চাস্‌ পেতে শান্তিপুর।
বৃত্তিগুলায় ভেজে খোলায়, বানা রে তা'য় মতিচূর॥

থাক্‌লে কাঁচা এলোমেলো, ক'র্‌বে তা'রা তোরে খেলো,
এগুতে না পার্‌বি কিছু, পেছিয়ে যাবি বহু দূর।
লাড্ডু ক'রে রাখ্‌লে পরে, চ'ল্‌তে পথে ভ্রমের তরে,
ধাঁধাঁয় না পড়্‌তে হ'বে, ঘির্‌বে না আর পাপাসুর।
মগ্ন হ'বি নিত্য ভাবে, থাক্‌বি সদা স্বভাব-তাঁবে,
ম'জ্‌বি নাকো অসদ্ভাবে, থাম্‌বে রে তোর ভব-ঘুর।

---

২২

এমন বিপদে প্রভু, আর কভু পড়িনি।
এমন করিয়া কথা, তব কাছে পাড়িনি॥

অন্য কিছু নাহি স্মরি', তোমা শুধু লক্ষ্য করি',
এমন প্রাণের ভাবে, আর কভু জাগিনি।
এ প্রকার আকুলতা, এ প্রকার বাতুলতা,
এ প্রকার নির্ভরতা, আর কভু দেখিনি।
যাই মোরে ভাব তুমি, প্রেমী কিম্বা মহাকামী,
আমি তব অনুগামী, মূল তা'ই ছাড়িনি।

---

২৩

সুপ্তি, স্বপ্ন, জাগরণে মোর, তুমি ত নাথ, জাগ এ প্রাণে।
কি হেতু তবে, আমি এ ভবে, রহি গো মাতি' দেহাভিমানে॥

প্রেমিক সমান সতত তোমারে, হেরিয়া অমল হৃদয় মাঝারে,
নানা সদাচারে, নানা উপচারে,
সেবিতে সাদরে নানা ব্যবহারে;
না পারি বিকারে কোন প্রকারে, অসার ব্যাপারে পরাণ টানে।
আমি গো যখন কুহকে পড়িয়া, বিষয়-বিপিনে বেড়াই চরিয়া,
কাম জড়াইয়া, প্রেম উড়াইয়া,
বিলাস-ব্যসনে মন ছড়াইয়া;
তুমি কেন তবে মতি ফিরাইয়া, লও না টানি' তোমার পানে।

---

২৪

(আমি) তোমা না ভজিয়ে, কুভাবে মজিয়ে, পেতেছি দারুণ যাতনা।
মায়া-বিলাসিনী—বড় বিমোহিনী, জাগায় সতত কামনা ॥

বাসনা-আবেশে বিষয়-সঙ্গে, হইয়া প্রমত্ত আপাত রঙ্গে,
তুমি যে সত্য, ভুলি' সে তথ্য, ভাবি গো অসার ভাবনা।
দেখে যা' বুঝেছি, নহে তা ঋদ্ধি, সাধনে তাহার না ফুটে সিদ্ধি,
তবু কি ভ্রান্তি, যাহাতে শান্তি, না করি তাহার ধারণা।
কবে রে বিমূঢ় ব্যাকুল চিত্ত, তোমারে ভাবিয়ে সুচির বিত্ত,
জাগাবে শক্তি, পরানুরক্তি, করিতে তোমার সাধনা।

---

২৫

তব দ্বারে চির-ভিখারী করিয়ে, রাখ হে প্রভু হে, আমারে।
অশেষ আকারে বিশেষ প্রকারে, হেরিতে মানস তোমারে ॥

আশায় জীবন নিমেষে নূতন, মাধুরী, সুষমা জাগায় এমন,
পলকে পলকে পুলক কেমন, পড়িতে না হয় বিকারে।
হাতে মোর দিলে বিষয়-রতন, ভাবি' তোমা মন প্রাণের মতন,
চাহিবে না আর করিতে যতন, পতন ঘটিবে আঁধারে।
বিষয়ে আমার নাহিক আশয়, তুমিই আমার সকল বিষয়,
তোমার দুয়ারে স্থান যদি হয়, কে ডুবে ভাবনা-পাথারে।

---

# দ্বিতীয় গুচ্ছ।

## জ্ঞান-বাস।

### (চিদ্-বিলাস)

২৬

এ বিশ্ব র'চেছ, জড়ই জিতেছ,
ক'রেছ প্রচার মহিমা আপন।
যদি না রচিতে, বড় না থাকিতে,
জানিতে নারিতে স্বভাব কেমন॥

ইচ্ছা সহ যত প্রাণের স্পন্দন, শক্তি সহ তত ভাবের স্ফূরণ,
নাম রূপ 'পরে করি' তা' ধারণ,
জাগায় অনন্ত বৈচিত্র্য-কারণ।
বিচিত্রতা যদি লুপ্ত হ'য়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তব গৌরব লুকায়,
তুমি যে অনন্ত এ বিশ্ব-লীলায়,
প্রকাশ তাহার সকল লক্ষণ;
স্বেচ্ছায় ভাব না জাগালে স্বভাবে পড়িয়ে স্বভাব-বিজ্ঞান-অভাবে,
যাপিতে কিরূপে কোথায় কি ভাবে,
থাকিতে ভুলি' তা' নিদ্রায় মগন।
কোথা কিছু নাই, অথচ ইচ্ছায়, বসুধা ভাসিয়া নিরত লীলায়,

শক্তি বোধ তরে এই ত উপায়,
লুকানো থাকে কি এ তথ্য কথন ;
যাহা কিছু নয়, কিছু তা' মানিয়া, সকল ক্ষমতা প্রকাশ রাখিয়া,
র'য়েছ স্বভাবে সতত জাগিয়া,
ইহাই ত কায নামের মতন।

---

২৭

স্বরূপে র'য়েছ, অমর হ'য়েছ,
রেখেছ অনন্ত স্বভাব বজায়।
রূপ যদি নিতে, সীমাতে আসিতে,
বিকারে পড়িতে কালের ঠেলায় ॥

যদি বল কাল তব আজ্ঞাধীন, সে তখনি, যবে তুমি গো স্বাধীন,
সাকারে কে কবে বিকারবিহীন,
নিয়ত নবীন জোয়ার ভাঁটায়।
তা'ই যা' ক'রেছ, ভালই ক'রেছ, নিজ অধিকারে নিজকে ব'রেছ,
বাসনা-শরীর তবে যে ধ'রেছ,
ভাবের ভূষণ প'রেছ তাহায় ;
সে শুধু জাগাতে পূর্ণতা আপন, বুঝিতে প্রভুতা, গুরুতা কেমন,
নতুবা অনাদি অরূপ যেমন,
আছ ত তেমন স্বভাব-প্রভায়।

চিন্ময় ব্যতীত প্রাকৃত যে রূপ,      ধরিতে যত্তপি রূপ সেই রূপ,—
কোথায় কাহার কি মূল কিরূপ,
বুঝিতে নারিত কেহ তা' ধাঁধায় ;
স্বেচ্ছায় ভূ-ভাব-বিকাশ বলিয়া,      সকলি সে ভাবে নিয়মে চলিয়া,
স্বভাব-বিজ্ঞান-আনন্দে গলিয়া,
স্ব-ভাবে বিরাজে স্বভাব-লীলায়।

---

২৮

ছোট্ রে ঘন, শূন্য-প্রাণ, শূন্য প্রাণে শূন্য বুকে।
তোকে দেখে পড়ে চোখে, রূপে কি অরূপ ঢুকে'॥

বুঝ্‌তে পারি সীমার মাঝে,      অসীম প্রাণ কেমন রাজে,
স্বভাব আবার কি সার কাযে, ভাবের সাজে সাজে সুখে।
কি রূপেই বা কাল-তরঙ্গ,      উঠা পড়ায় করি' রঙ্গ,
অধিষ্ঠানে মিলায় অঙ্গ, সকল লীলা লয় গো রুখে' ;
থাক্‌লে রে তুই জমাট হ'য়ে,      প্রাণ যেন কি অভাব ল'য়ে,
বিষাদ-স্রোতে যায় গো ব'য়ে, স্থির না থাকে কোনো তুকে।
ধ'র্‌তে নারি আপন ভুল,      জান্‌তে নারি আপন মূল,
দেখ্‌তে না পাই ভূদধি-কূল, সদাই ভীত নানা চুকে।

---

২৯

তুমি যা' দিয়েছ, কেহ তা' তোমারে,
ফিরাতে কখন পারে না।
ফিরাইতে গেলে, ভাব যায় গ'লে,
এ জীব-উপাধি থাকে না॥

তুমি যে তোমারে চেতন-আকারে,
জাগায়ে রেখেছ হৃদয়-আগারে,
দিতে গেলে তাহা, দিব কি প্রকারে,
'আমি' যে পেছন ছাড়ে না।
'আমি' দিতে গেলে কি থাকে আমার,
আর 'আমি' দিলে কি ফল তোমার,
তুমি ত 'আমিকে' ল'য়ে, আপনার
আমিত্ব ভুলিয়ে যাবে না;
আমিত্ব থাকিতে কিবা না থাকিল,
দানের বিবাদ কোথায় ঢুকিল,
লাভে এ দাঁড়ালো—তুমিত্ব ঘুচিল,
আমিত্ব তথা ত হারে না।
'আমি' তবে দেখি তোমাকে ভুলিয়া,
তোমারি যা' সব আপন বলিয়া,
স্বভাব-আনন্দ-স্বরসে গলিয়া,
অপর ভাবনা ভাবে না।

৩০

শুণের মাঝে নিগুর্ণের লীলা চমৎকার।
গুণ দেখা'য়ে গুণ ত সরে, নিগুর্ণ রয় নির্ব্বিকার ॥

গুণকে কভু এক ভাবে না টেঁক্‌তে দেখা যায়,
চিদ্‌-সাগরে ঢেউ সম সে, নাচিয়ে তুলে কায়,
কখন উঠে কখন পড়ে, স্বভাব ছেড়ে নাহি নড়ে,
পাঁচ ভূতের ঘাড়ে চড়ে, কাল-ঝড়ে না সাম্য তা'র।

নির্গুণ যে চেতন রূপে মহাব্যোম প্রায়,
সর্ব্বকালে সকল গুণে, দেখে আত্মকায়,
গুণ ত তা'রে ছাঁদ্‌তে নারে, ছাঁদ্‌তে যেয়ে আপনারে,
হারিয়ে ফেলে মূলাধারে, নির্গুণ হয় সত্তা যা'র।

৩১

শেষের ভিতর অশেষ তোমার, জাগে রে রাগ বেশ্।
মনের মাঝে তা'ই না দেখি, অনুরাগের শেষ ॥

অস্ত গেলেও রাঙা ভানু, তপ্ত থাকে ধরা-তনু,
বেজে, পরে থাম্‌লে বেণু, থাকে রে তা'র রেশ।
কথা যবে যায় ফুরায়ে, তখনো ভাব রয় জড়ায়ে,
যৌবন যায় গা'য় লুকায়ে, রয় সে ভাবোন্মেষ।
আকাশ পানে দেখা যা' যায়, অসীমতা ভাসে সীমায়,
জীবনের সীমা যথায়, অসীম সে দেশ।
সাদি সান্ত হয় গো যাহা, অনন্তের সাক্ষী তাহা,
সান্ত ভাবও অনন্ত যা', সে অনন্ত-বেশ।

৩২

সাকার মাঝে সারই নিরাকার।
চিন্ময় সে ব্রহ্ম ভিন্ন, নয় তা' কিছু আর॥

একই ব্রহ্ম চিদাকারে, শক্তিরূপে সর্ব্বাধারে,
অজ্ঞ তা' না বুঝ্‌তে পারে, হেরে ভূতাকার।
ভূত ত শক্তি-ক্রিয়া-রূপ, নহে স্থির, একরূপ,
শক্তি-মূলে অপরূপ, স্বরূপ-প্রসার ;
তা'ই হেরি বস্তু যত, বিশ্লেষণে হ'লে রত,
নাম রূপ সব গত, স্মৃতি মাত্র সার।
স্মৃতি—চিতি-সত্তা মাঝে, সত্তা—পূর্ণ ভাবে রাজে,
সে ভাবে যে, সেই বুঝে, আকার—বিকার।

---

৩৩

খণ্ড মাঝে অখণ্ডের বাস।
সে অখণ্ড কাণ্ড দেখি', কাল ভয়ে দাস॥

কালের যা' বাহাদুরী, অখণ্ডের বুকে ঘুরি',
দেখাতে তা'ই নিজপুরী, সদাই নানা আশ।
ঘন-জালে শূন্য যথা, পূর্ণতা না ছাড়ে কোথা,
খণ্ডভাবে হয় না তথা, অখণ্ডত্ব-নাশ ;
যে শক্তির ভূখণ্ডাকার, অখণ্ড-চিৎ স্বরূপ তা'র,
খণ্ডত্বে তা'ই অখণ্ড সার, নিত্য স্বপ্রকাশ।

---

৩৪

অভাব-কোলে স্বভাব খেলে, ভাবের ঢেউ তুলে।
ভাবকে ছেড়ে অভাব বেড়ে, রয় না কেউ ভুলে॥

যে অভাব যা'র জাগে মনে, জাগে তা' তা'র স্বভাব সনে,
ভাব যা' শেষে, তাহে ভাসে, টানিয়ে লয় মূলে।
ভাব ছাড়া না অভাব ফুটে, অভাব ত ভাব, লয় যা' মুঠে,
সে ধন যত নিকট তত, স্বভাব যায় খুলে'।
সত্তা যাহার নাই এ ভবে, তেমন ভাবের অভাব কবে,
অভাব ত তা'র, সত্তা যাহার, মন যা' আছে ভুলে'।
সে সত্তা ঠিক শূন্য সমান, সর্ব্ব ভাবে বিরাজমান,
লক্ষ্য ত তা'ই, যে ভাব চাই, অভাব-ভাবে ফুলে'।

---

৩৫

শূন্য—শূন্য, শূন্য কোথা র'বে।
শূন্য যা' তা' পূর্ণ কিছু, পূর্ণভাবে সবে॥

যেরূপ যা' যথা জাগে, শূন্যে মোরা ভাবি আগে,
পূর্ণ যবে আত্মরাগে, শূন্য ছুটে তবে।
পূর্ণ এক সত্তা মাঝে, দেশ, কাল, পাত্র রাজে,
অন্য কিছু শূন্য সাজে, নাহি সাজে ভবে;
দেখি যদি সংখ্যা ধরি', নহে শূন্য—শূন্যোপরি,
যথা শূন্য গণ্য করি, মূল সে এক হ'বে।

---

৩৬

অজ্ঞানে না জ্ঞানকে করে লয়।
অজ্ঞান যা' যায় গো ভাবা, তা'তেই জ্ঞান জেগে রয়॥

শিশু যে মা'র স্তন ধরে, সে কি শুধু ক্রীড়া তরে,
পিয়ে সুধা মিটায় ক্ষুধা, বাড়ে না তা'ই কোন ভয়।
করে যে কায যে যখনি, হাজির তথা জ্ঞান তখনি,
অজ্ঞানে না যায় গো জানা, কি হেতু কি কার্য্য হয় ;
মেঘে যবে সূর্য্যে ঢাকে, তখনো তা'র কিরণ থাকে,
তা'ই তা' লোকে তা'তেই দেখে, অন্য ভাবে ব্যক্ত নয়।
ঘোর যে জাগে নিশাভাগে, দেখ্‌তে তাহা দীপ কি লাগে,
আঁধারে যে আলোক রাজে, তা'হে চোখ তা' দেখে লয় ;
জ্ঞানরূপী আত্মা যবে, সর্ব্বভাবে ব্যাপ্ত ভবে,
লুকা'বে জ্ঞান কোথা তবে, জ্ঞানই ব্রহ্ম জ্ঞানী কয়।

---

৩৭

জড় ব'লে যা' মানে এ সংসার।
চেতন ভিন্ন অন্য ভাবে, নাই কো সত্তা তা'র॥

করে না যা' নড়াচড়া, প'ড়ে থাকে যেমন মড়া,
জড় ত তাহা, চেতন যাহা—তা'রই ত প্রসার।
অচল দেখ অচল, স্থির, পুষ্ট তবু তা'র শরীর,
কিবা তবে জড় এ ভবে, সবই চিদাকার ;

চৈতন্যময় এ ভূ-মেলা, চেতন রূপে ভূতের খেলা,
স্থূল পাত্র—ভুল মাত্র, কল্পনা-বিকার।
মূল শক্তি স্থূল রূপে, ব্যক্ত হ'য়ে নাম-রূপে,
মূলই সত্য, এই তথ্য, করে সুপ্রচার।

৩৮

বাইরে তুমি এত দূরে, দৃষ্টি তথা নাই।
ভেতর আবার এত কাছে, আমি যেন তা'ই॥

বাইরে তা'ই কোনো কাযে, শান্তি না পাই মনোমাঝে,
ভেতরে মন যবে রাজে, সবই কাছে পাই।
আমি যেন সর্ব্বভাবে, থাকি তবে পূর্ণভাবে,
কোনরূপ ভাবাভাবে, কিছুই না চাই;
রাজা, রাজ্য রাজধানী, নিজে সব সত্য মানি,
কোনো দ্বন্দ্ব নাহি জানি, সমত্বে বেড়াই।

৩৯

এই আমিতে দুই আমির খেলা।
এক ত মাঝি—সাক্ষী শুধু, অন্য ত হয় ভেলা॥

দেহরূপী এই যে আমি, ভব-ভাবে সদাই কামী,
আর যে পাকা আমি—স্বামী, নয় সে কা'রো চেলা।
দেখ্‌তে সদা শক্তি আপন, জীবকে মানি' আত্ম মতন,
ক্রিয়াতে তা'র পূরায় মনন, খুলিয়ে এই মেলা;

বিকার নাই সে অন্তর্যামীর, জনন, মরণ, নিঃস্ব, আমীর—
এ সব ভাব এ কাঁচা আমির, ফুট্‌ছে সারা বেলা।
যখনি যা' ঘটুক্ ব্যাপার, পড়ে তা' সব চোখে পাকার,
দেখ্‌তে কভু হয় না বেজার, কিছুতে নাই হেলা ;
পাকার 'পরে লক্ষ্য যাহার, কাঁচার লীলায় তুষ্টি না তা'র,
ভয় না ঢুকে হিয়ার মাঝার, গা'য় না লাগে ঢেলা।
সবার সঙ্গ করি' সেজন, স্বভাব ভুলে' যায় না কখন,
কাঁচায় শুধু রয় যে মগন, খায় সে কালের ঠেলা।

---

৪০

যে জন্মে মোর যা' ঘ'টেছে,
যে জন্মে মন, যা' ভেবেছে,
আ'জো বটে চিত্ত-পটে, চিত্র সম তা' র'য়েছে।

এ জন্মেও আ'জ অবধি, যতবিধ ভাব ফুটেছে,
দেখ্‌লে খুঁজে পটের মাঝে, তা'রও একটা ছাপ প'ড়েছে।
সেই সব যে গুপ্ত চিত্র, চিত্রগুপ্ত-ভাব ধ'রেছে,
এখন থেকে তাহার চোখে, ধুলো দিবার সাধ বেড়েছে।
আত্মকাযে হৃদয় মাঝে, জ্ঞানের আগুন যে জ্বেলেছে,
সে ভয় হ'তে চির তরে, পরিত্রাণ সেই ল'ভেছে।
অন্যোপায়ে তাহার হাতে, রেহাই না কেউ পেয়েছে,
এবে ত তা'ই আমার শুধু, গুরুর দয়া সার হ'য়েছে।

---

৪১

গুরুর কৃপা হয় গো যা'র উপর।
সে সহজ রাগে সদাই জাগে, ভেদ না দেখে আত্ম পর॥

নানা সাজে বাজে কাযে, রয় না কো ম'জে,
সত্ত্ব ভজে তত্ত্ব খোঁজে, তথ্য লয় বুঝে;
দেখি ভাল মন্দ ভবের দ্বন্দ্ব, ধন্দে না তা'র বাড়ে ডর।
কোনো আশে না ভাসে সে বিষয়-সরসে,
নিত্য যুক্ত পাশমুক্ত, আত্ম-দরশে;
কভু ভ্রান্তি বশে নাহি আসে, শূন্য লীলা নিরন্তর।
মদ না খেয়ে মাতাল হ'য়ে বেড়ায় সজ্ঞানে,
না যায় ঠাটে পাপের হাটে, চাটের সন্ধানে;
গণে ছাড়া, বেড়া, উঠা, পড়া, শূন্যে যথা বারিধর।

৪২

মুক্ত লোকের ভঙ্গী বুঝা দায়।
সে যা' দেখে তা'ই শিশুর প্রায়, ভাল ব'লে মান্‌তে চায়॥

কখন সে এমন খ্যাপা, রঙ্গ করে, ল'য়ে হ্যাপা,
কখন জড়, এরূপ চাপা, দেখ্‌লে পরে শঙ্কা পায়।
কভু হেন ভূতাবিষ্ট, না গণে কি ইষ্টানিষ্ট,
কভু আবার এম্‌নি শিষ্ট, কইলে কথা ভ্রান্তি যায়;
সৃষ্টি ছাড়া তাহার জ্ঞান, দৃষ্টি ছাড়া তাহার ধ্যান,
তুষ্টি ভরা তাহার প্রাণ, মূর্ত্তিমান্ শিব প্রায়।

৪৩

আমার মূল যখন তুমি, ডুবুক্ মোর রূপ নাম।
তুমি মাত্র থাক্‌লে, আমি, থাক্‌বো পূর্ণ অবিরাম॥

আমি এখন বিষয় চিনে, থাকি' তা'র আজ্ঞাধীনে,
ব'সেছি যে ভাব কিনে, তাহাই ভাবি প্রাণারাম।
প্রতিপদে হেথায় তা'র প্রকাশ পায় ব্যভিচার,
তবু তাহা নির্ব্বিকার, গণি' কত ধূমধাম ;
দাঁড়ায় এই লাভ তা'য়, ভাবনায় দিন যায়,
প্রাণ শুধু তোমারে চায়, হ'বে রে যা'য় পূর্ণকাম।
তোমার ভাব তুমি নিলে, আমায় তা'য় মুক্তি দিলে,
তুমির সাথে আমি মিলে, পায় সে সত্য নিত্যধাম ;
এ দিন মোর হ'বে কবে, আমি, তুমি হ'য়ে ভবে,
তব সম জাগ্‌বো সবে, মায়াকে না ভাবি' বাম।

৪৪

যে যাহা চেয়েছ, আগে তা' পেয়েছ, দেখিনি দাগী কি রাগী।
আর তা' হ'বে না, সস্তায় পাবে না, ম'লেও পিপাসা লাগি'॥

না করি' বিচার, যেবা যা' আহার, ক'রেছ সুসার ভাবি',
যাহার যেমতি পাকের শকতি, তেমতি সুফল ভাবী ;
আমি ত কা'কেও ডাকিনি, যা' আছে লুকা'য়ে রাখিনি,
আধার গুণে তা', সুধা সম কোথা, দোষে তা' গরল-ভাগী।

প্রণয়ে মাতিয়ে যায় গো ঢালিয়ে, বরষা যে ঘন-বারি,
তাহে ত ইক্ষুর, রস সুমধুর, নিমের তিক্ততা ভারি ;
আধার-দোষ না দেখিয়ে, দাতার দুর্নাম গাহিয়ে,
তৃপ্তি তবে যা'র, অন্তে দুঃখ তা'র, নিরয়ে ঘুরে সে মাগি'।

---

৪৫

অনাদি, অনন্ত, শান্ত, অনির্ব্বাচ্য কি স্বভাব।
শুধু সেই পূর্ণ এক, দ্বিতীয়ের অসদ্ভাব॥

স্বেচ্ছায় অহম্-সত্ত্বে, নিরখি' প্রধান-তত্ত্বে,
অহঙ্কারে ভূতাকারে, জীবত্বের আবির্ভাব।
ক্রমে অনুলোম-ক্রমে, সেই জীব-মন-ব্যোমে,
ব্যক্ত ভানু, ইন্দু, তারা, দিক, কাল, নানা ভাব ;
ভাবে মুগ্ধ হ'য়ে চিত্ত, গণি' সব নিজ বিত্ত,
দ্বন্দ্বে সদা এত মত্ত, মূল-সত্ত্ব-তিরোভাব।

---

৪৬

কোথা দেহ, কোথা গেহ, কোথা কাল-দ্বন্দ্ব হায় !
চিন্ময়-অদ্বয়-ধ্যানে, প্রাণ যবে মেতে যায়॥

শুধু সূক্ষ্ম চিত্তাকাশে, ছায়া সম বিশ্ব ভাসে,
কভু বেড়ে কভু ছাড়ে, অহঙ্কার-ঘন তা'য়।

স্বভাব-বিলোম-ক্রমে, সে দৃশ্য অদৃশ্য ক্রমে,
অহম্-আভাস খেলে, ক্ষণপ্রভা-প্রভা প্রায় ;
সে ভাব যখন জমে, স্ব-ভাব-বি-ভাব কমে,
"অহম্ ব্রহ্মাস্মি-বোধ", দীপ্ত তবে চিদাভায়।
সে বোধও তিরোহিত, ভাবাভাব-বিবর্জ্জিত,
স্ব-প্রকাশ নিরঞ্জন, শেষে মাত্র শোভা পায়।

---

৪৭

গগন সম স্বভাব মম, অভাব-লেশ নাই কো তা'য়।
কল্পনা-বাত যেম্‌নি ছুটে, ভাব-ঘনে তা' ছেয়ে যায়॥

স্বভাব সদা রয় স্ব-ভাবে, অনন্ত তা' দাঁড়ায় ভাবে,
প্রতি ভাবের নবীন ভাবে, অভাব প্রাণে ধরে কায়।
বস্তুতঃ নাই অভাব ভবে, ভাব ছেড়ে তা' কোথা র'বে,
স্বভাবে ভাব বিলয় যবে, মন না কিছু খুঁজে' পায় ;
ভাবাভাব যা' শূন্য তবে, স্বভাব শুধু ভাসে ভবে,
স্বভাব ভুলে' যেবা র'বে, স্ব-ভাব তা'র অন্তরায়।
স্বভাব 'পরে থাক্‌লে দৃষ্টি, থেকেও নাই এ ভাবের সৃষ্টি,
দেয় না দেখা অভাব-বৃষ্টি, ঠেক্‌তে না হয় রিষ্টি-দায়।

---

৪৮

সদাই যবে জাগে হৃদে, বিশ্বব্যাপী ধন।
যে দিকে যা'ক্ আমার মন, তা'তেই অনুক্ষণ॥

যে ভাবে সে যখন চরে, যে কায সে যখন করে,
সকলি তা'র চোখের 'পরে, কিছু না গোপন।
অশেষ ভবিষ্য বেড়ে', ক্রমে যে ভাব উঠ্‌বে বেড়ে,
তা'ও তা'র অঙ্গ ছেড়ে, হ'বে না স্ফূরণ;
সবে যবে সে আমার, করি' তবে অবিচার,
ভাল মন্দ ভাবিবার, কিবা প্রয়োজন।
সর্ব্বভাবে থেকে যুক্ত, সে যদি গো চিরমুক্ত,
আমি অন্য দলভুক্ত, নহি রে কখন।

---

৪৯

কর মন, অনুক্ষণ সদাশিব-সঙ্গ।
ভুলনা রে আপনারে, হেরে মায়া-রঙ্গ॥

এই জীব-অনুভূতি,— মায়াশক্তি—শিব-ভূতি,
শক্তি বিনা ভাব-চ্যুতি, সব রস-ভঙ্গ।
অণুমাত্র থাক্‌তে ভূতি, দিলেও সার প্রাণাহুতি,
হ'বে না রস-অনুভূতি, দহিবে তা' অঙ্গ;
ভাবে চিত্ত বিমোহিত, অভাবে ত সদাহিত,
ভাবাভাব-বিরহিত, পুরুষ অসঙ্গ।
রত থেকে' ভব-ভাবে, যেতে চায় যে ভব-ভাবে,
ভবকে সে, সে কু-ভাবে, গণে বহিরঙ্গ।

---

৫০

তুমি মম হৃদে তা'ই, দুঃখ মন নাহি চায়।
তা'ই ভাবে, সর্ব্বভাবে, কিসে তব দেখা পায়॥

তবে যে দুখ চিত্তে ভাসে, সে ত তব অভিলাষে,
পূর্ণ আত্মানন্দ-জ্ঞান, নিত্য বুদ্ধ থাকে যা'য়।
শক্তি তব শূন্যরূপে, রইতে নারে চুপে চুপে,
নব নব ভাব-রূপে, আত্মরূপ দেখ তা'য়;
এরূপ সে ভাব-রূপ, কালবশে অপরূপ,
ধরিয়াও নানা রূপ, আত্মরূপ পানে চায়।
আত্মরূপে দৃষ্টি প'লে, মিথ্যা ভাব যায় গ'লে,
কেবল সচ্চিদানন্দ, জাগে সর্ব্ব অবস্থায়।

---

৫১

সুন্দর না হ'লে ভবে, বৃথা বিদ্যা-আশ।
করে সে ত রাণীর মত, অন্তঃপুরে বাস॥

গুণ যা'র বর্দ্ধমান, অন্দরে সে পেয়ে স্থান,
বিদ্যা-লাভে যত্নবান, হ'য়ে বিদ্যা-দাস।
ছুটাইয়ে ভাব-তরঙ্গ, মুক্ত যবে প্রেম-সুড়ঙ্গ,
মিলে তখন বিদ্যা-সঙ্গ, খুলে দ্বন্দ্ব-পাশ;
থাক্‌তে নারে যে এরূপে, সুন্দর সে হ'লেও রূপে,
অবিদ্যার দাপে চুপে, পরে গলে ফাঁস।

---

৫২

কায যা' তা' করা চাই, আসুক্ না বাধা।
সেও ভাল, কোনরূপে হয় যদি আধা ॥

না হয় যদি বা কিছু, কোন হানি নাই তা'য়,
না করা চেয়ে তা' ভাল, অভিজ্ঞতা বেড়ে যায় ;
করমে না ফলে ফল, না দেখি' তা এক পল,
ল'য়ে শুধু কর্ম্ম-ফল, ভবে এত ধাঁধা।

ফুটিতে ফুটিতে ফুল যদিও ঝরিয়া পড়ে,
তবু তা'র গন্ধরাশি, গন্ধবহ সনে উড়ে ;
বাজিতে বাজিতে বীণ, হয় যদি সুরহীন,
তবু ব্যোমে বাজে তা'র—স, ঋ, গা, মা, পা, ধা।

যে ভাবেই হো'ক্ কায, কভু তা' মিছা না যাবে,
পিছু পিছু ফল তা'র, সময়ে সকলি পাবে ;
আগত কি অনাগত, আছে ভবে কায যত,
জীবন মরণ ল'য়ে, তা'ই শুধু সাধা।

৫৩

ভাগ্য-পাশে বদ্ধ জীব, সত্য যদি মানি তা'ই।
আত্মা সদা পরতন্ত্র, স্বাতন্ত্র্য তা'র কভু নাই ॥

বলি যদি সে স্বাধীন, গণিলেও কর্ম্মাধীন,
বদ্ধ নহে চিরদিন, জ্ঞানে মুক্ত দেখ্‌তে পাই।

স্বাধীন যে আত্মারাম, বুঝি, দেখি' সর্ব্ব কাম,
সর্ব্বভাবে অবিরাম, পূর্ণতা তা'ই পেতে চাই ;
থাক্‌লে তা'র চিরবন্ধ, হ'ত না আর ভাব-দ্বন্দ্ব,
মুকতির নাম-গন্ধ, থাক্‌তো নাকো কোন ঠাঁই।
শুন ভাগ্যবাদী জীব, তুমিই সেই শুদ্ধ শিব,
তবে দেখ যা' অশিব, কল্পনা তা' জেনো ভাই ;
স্বরূপ কি অপরূপ, বুঝিতে তা' ভালরূপ,
ধরি' ভাবে বহুরূপ, মূল-ভক্ত সর্ব্বদাই।

৫৪

লোকের চোখে ধূলো দিয়ে, গোপনে যা' কর মন,
ভাব কি রে হৃদিস্বামী, করেন তা' বিলোকন ?

কি ক'রেছ তুমি কবে, ক'র্‌ছো আবার যাহা যবে,
চিত্র সম তাঁহার চোখে, ভাস্‌ছে তা' সব অনুক্ষণ।
সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব ভাবে সর্ব্ব তালে,
জাগরিত তিনি যবে, কি করে কে সংগোপন ?
গোপনে যা' ক'র্‌তে যাবে, তা'তেই তুমি সাজা পাবে,
কাল-সাক্ষী মান্‌লে তা'কে, ছুট্‌বে তব কু-মনন।

৫৫

গুরু যদি সাজ রে কেউ, মনকে কর আগে চেলা।
জন-চেলা বাড়্‌বে যত, ক'র্‌বে তত কাঠের চেলা ॥

মন চেলা যে ক'র্‌তে পারে, বিশ্ব মানে গুরু তা'রে,
দু'চা'র গণ্ডা নিয়ে যণ্ডা, পণ্ড শুধু প্রেমের খেলা।
জন-চেলাতে বাড়ে গো মান, রয় পরাণে অভাব-স্থান,
থাক্‌লে অভাব, কোথা স্বভাব, স্ব-ভাবই ভূ-সিন্ধু-ভেলা ;
মন-চেলাতে ভোগ না জাগে, ব্রহ্মানন্দ-সু-যোগ লাগে,
সারা বেলা হেলা ফেলা, থেকেও এই ভব-মেলা।

---

৫৬

কা'রো 'পরে কোন দোষ চাপায়ো না মন।
জীব নিজ ভাগ্যবশে লভে ধন জন ॥

স্বাস্থ্য, সুখ, জ্ঞান, মান, গ্লানি, তাপ, অপমান,
ভাল-মন্দ-কর্ম্ম-ফলে, দেয় দরশন।
গহন কর্ম্মের গতি, না বুঝি' তা' মূঢ়মতি,
যা'কে তা'কে করে দোষী, যখন তখন ;
দৃষ্টি যা'র আত্মদোষে, অন্যে না সে দূষে রোষে,
আপনার ভুল সদা, করে সংশোধন।
নিজ ভ্রম না বুঝিলে, নিজে তা' না তেয়াগিলে,
দুঃখ-হাতে পরিত্রাণ, নাহি রে কখন।

---

৫৭

অনন্ত ও ব্যোম পানে কেন মন ধেয়ে যায় ?
কিবা তথা দেখি', হেথা, ফিরিতে না কভু চায় ?

সেথায় ত শূন্য শুধু, নাহি কোন ভাব-মধু,
কোথা তবে কোন্ রাগে, কিসে এত তৃপ্তি পায় ?
যা'ই বলি, তা'র পিছু, আছে যেন ভাব কিছু,
যে ভাবে অভাব কোন, নাহি কোন অবস্থায় ;
সে যেন স্বভাব তা'র, তা'ই এ স্বভাব আর,
কোন রূপে কোন ভাবে, ছাঁদিতে না পারে তা'য় ।
স্ব-ভাব ভুলিয়া যেবা, স্বভাবের করে সেবা,
সতত অভাব-বোধে, সেই ঠেকে দুঃখ-দায় ।

৫৮

নিজ মায়া-শক্তি-বশে, নিজে কি তা' ভুলেছি।
পাপী, রোগী, মূর্খ, দীন, এবার তা'ই সেজেছি ॥

সাজিয়াও ভূতাকারে, রাখি দৃষ্টি মূলাধারে,
দেহরূপে আমি-জ্ঞান, তা'ই ঠিক রেখেছি ।
তা'ই সদা জীব রূপে, ভাব-লীলা নানারূপে,
প্রকটিত করি' আমি, আত্মগুণ বুঝেছি ;
আমি জীব নহি কভু, আমি সেই শিব প্রভু,
শিবত্বের আকিঞ্চনে, ভালরূপ জেনেছি ।

৫৯

কি ফল শুধু দেহটাকে ছাড়্লে।
দেহ গেলে ভাব কি ছুটে, মন-মল না কাট্‌লে ॥

মলে সদা চিত্ত ভরা, দ্রব্য তা'ই ঘাঁট্‌লে।
বস্তুর দোষ স্পর্শে তা'য়, যায় না শেষে ঝাড়্লে ॥
মনটা কর শুদ্ধ আগে, শুদ্ধি ক্রমে বাড়্লে।
নাই কো কোন ক্ষতি কভু, দেহ ধ'রে থাক্‌লে ॥
সাধু-সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে, কিছু কাল যাপ্‌লে।
সব মলা যা'বে ছুটে, জড়াবে না নাড়্লে ॥
তা' না ক'রে মায়াঘোরে, বৃথা যুক্তি আঁট্‌লে।
মুক্তি কভু হয় না কা'রো, কোন কাযে মাত্‌লে ॥

---

৬০

যে যে অঙ্গে পুরুষের, যে ভেদ প্রকৃতি সনে।
সে ভেদত্ব-নাশে তা'র, সদাই বাসনা মনে ॥

ল'য়ে তা'ই সে প্রকৃতিকে, মুখে, বুকে, অধোদিকে,
একাকারে স্থিতি তরে, মত্ত গাঢ় আলিঙ্গনে।
প্রকৃতি তা'র ক্রিয়া-শক্তি, তা'ইতে এত আনুরক্তি,
থাক্‌তে ভবে ভিন্ন ভাবে, তা'ই নানা দুঃখ গণে;
প্রকৃতিও তুল্য রূপে, মিশিতে চায় মূল রূপে,
তবে যে ভেদ বাড়ায় খেদ, সে ত ইচ্ছা-আবরণে।

৬১

আমি আসি নাই কো রূপের হাটে, রূপে ম'জে থাক্‌বো ব'লে।
অরূপ-স্বরূপ-লাভের আশে, প'ড়েছে প্রাণ রূপে ঢ'লে ॥

বিন্দু-বোধ বিনা যেমন, যায় না জানা শূন্য কেমন,
অরূপ-জ্ঞান হয় না তেমন, রূপাগ্নি না উঠ্‌লে জ্ব'লে।
নিদ্রায় যে জ্ঞান না থাকে, কে তা' তখন বলে কা'কে,
যায় তা' বলা যা'কে তা'কে, জাগর্ত্তিতে দৃষ্টি প'লে ;
ক'র্‌লে বিচার ল'য়ে অণু, শূন্য রূপে দাঁড়ায় তনু,
টেঁক্‌তে নাহি পারে মনু, অরূপে রূপ যায় গো চ'লে।
সেই যে শূন্য—পূর্ণ চেতন, এই বিশ্ব-রূপ-কারণ,
চাই গো আগে রূপ-বরণ, অরূপ-রমণ ক'র্‌তে হ'লে।

৬২

স্বতঃই রাজে মনের মাঝে, কাম, প্রেম, দু'ভাব।
কামের লক্ষ্য ভাবের দিকে, প্রেমে চায় স্বভাব ॥

বহির্দ্দিকে কামটা ঝুঁকে, প্রেমের ঝোঁক অন্তর্ম্মুখে,
কামে রঙ্গ দুখে সুখে, প্রেমে দ্বন্দ্বাভাব।
কামে রূপের বদল নিতি, নিত্যভাবে প্রেমের স্থিতি,
কামে প্রাণে সদাই ভীতি, প্রেমে রয় প্রভাব ;

সুষমা যা' কামে ফুটায়, ক্বত্রিম সাজ তাহার গোড়ায়,
স্বাভাবিক সুন্দরতায়, প্রেমের আবির্ভাব।
চামের শোভা দেখে কামে, মত্ত থাকে ঠাটে, ঠামে,
প্রেমটা জাগে মর্ম্মধামে, নাহি চায় কু-ভাব।

৬৩

যতই যা' কর বাপু, ভুল না সে ওঁম্।
আছে তাহে ক্ষিতি, বারি, তেজ, বায়ু, ব্যোম॥

আছে পূর্ণ ব্রহ্ম-গেহ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র-দেহ,
আছে বেগ, আছে গতি, সূর্য্য, তারা, সোম।
আছে রাগ, আছে মান, আছে তাল, লয়, তান,
আছে নাদ, আছে ছাঁদ, আছে ফাঁক, সোম;
আছে বিশ্ব-প্রাণ-ধন, বিশ্ব-জ্ঞান-উদ্বোধন,
আছে বিশ্ব-ভাব-ক্রম,—অণু—প্রতিলোম।

৬৪

দড়ার গেরো টান্‌লে খুলে, শক্ত সরু সূতোর গিরে।
ছিঁড়্‌বে তবু খুল্‌বে না তা', থাক্‌বে নিজ স্বভাব ঘিরে॥

জমাট নাই অঙ্গ-মিলে, হাওয়ার ভরে হয় তা' ঢিলে,
প্রাণের মিল বারেক হ'লে, ভিন্ন না রয় ফেল্‌লে চিরে।

দেশ কালের মুখ তাকায়ে, রাখিতে হয় কায় মিলায়ে,
না হয় কা'রো মুখ তাকাতে, ডুবাতে প্রাণ ঐক্য-নীরে ;
যত্নে মিলে কায়াতে কায়, সহজে প্রাণ একতা পায়,
কায়ার মিলে বিচ্ছেদ-ভয়, না চাপে কাল প্রাণের শিরে।

৬৫

আগে আগে ভাল লাগে, মদনের সঙ্গ।
জ্বলে শেষে দুঃখানলে, মন প্রাণ অঙ্গ॥

নয় সে এমন বাপের পুত্র, হ'বে কভু সাধু-মিত্র,
তবু দেখি যত্র তত্র, তা'কে ল'য়ে রঙ্গ।
তা'র কাছে জেনে মধু, মধু-মাছি যুটে শুধু,
সুধা-লোভে তা'কে বিধু, ভাবে সাঙ্গোপাঙ্গ ;
সব ভাব জানি তা'র, আর আমি একটিবার,
ভাবি না কো সে আমার, হয় অন্তরঙ্গ।
তা'ই তা'র ছলে পড়ি' ম'রতে না চাই জ্বলি' পুড়ি'
এবে ভূত গেছে ছাড়ি', হেরি' ভাব-ভঙ্গ।

৬৬

তোমাতে আমাতে যে ভাব গোড়াতে,
থাক্ তা' কেবলি ভাসিয়া।
স্বপনের মেলা, স্বপনের খেলা,
যাক্ তা' তাহাতে মিশিয়া

যদিও সে ভাব নহে এ স্বভাব, তবু না সে ভাবে স্বভাব-অভাব,
এমনি তাহার অচিন্ত্য প্রভাব, উঠে ভু পলকে ভাসিয়া।
যে হেতু তোমাতে প্রকৃতি-বিকাশ, অনন্ত প্রবাহে তাহার বিলাস,
যখন সে হেতু-বিজ্ঞান-উচ্ছ্বাস, ভাসে তা' অজ্ঞান নাশিয়া ;
জ্ঞানে যদি হয় সমাপ্তি ভাবের, কি না তবে জাগে তাহে জগতের,
ব্রহ্ম জ্ঞানময়—উকতি বেদের, শুনি তা'ই ভবে আসিয়া।

---

৬৭

বিধির ভিতরে আসা, বিধির বাহিরে যেতে।
তরীর আশ্রয় শুধু, তটিনীর তীর পেতে ॥

বিধিবশে নিজে বিধি, বিধিতেই সেই নিধি,
পায় লোকে এ ভু-লোকে, নানা কর্ম্ম-জাল পেতে।
চ'ল্‌লে আগে অবিধিতে, পান্তা ফুরায় নূণ আনিতে,
কভু মোহ-নিদ্রা হ'তে, উঠে না কো মনটা চেতে ;
বিধিতে ঔষধ যাহা, অবিধিতে রোগ তাহা,
তা'ই বিধি চাই মানা, পালা চাই তা' দিবারেতে।

---

৬৮

তুমি যাহে রাজী, তাহে, যদি আমি রাজী রই।
আমি ঠিক তুমির রূপ, তুমি তা' কও, আমি যা' কই ॥

যাহা করি, তুমি কর, যাহা ধরি, তুমি ধর,
বাঁচি, মরি, বাঁচ, মর, তোমা ছেড়ে আমি নই।

বলি যদি রাজী হ'ব, সে ভাব যেন অভিনব,
নব হ'লে হানি তব, কোথা আমি ক্ষুদ্র হই ;
সেই ভাবে ত আমি আগে, চ'লেছি ঠিক আত্মরাগে,
চ'ল্‌লে আগে, শেষ ভাগে, পারি না কি হ'তে জই।

৬৯

ভাগ, যোগ, রোগ, ভোগ, সবাতেই তুমি স্বামী।
তুমি তা'ই জীব-রূপে, বল—'সব করি আমি'॥

তুমি পূর্ণ নিত্য চেতন, 'আমি' ভাসে তাহে যখন,
তুমির ভাব আমি তখন, তা'ই পূর্ণতত্ত্বকামী।
আমি যবে করি যেটি, ভাবি' 'তুমি কর সেটি',
মূল আবার দেখ্‌লে ঘাঁটি', সবে সবার অনুগামী ;
স'রে গেলে মূলের ভেদ, কাহার তরে কাহার খেদ,
একত্ব তা'ই ঘোষিছে বেদ, হ'য়ে যেন অন্তর্যামী।

৭০

ভাল মন্দ কার্য্য যত বিধি-ইচ্ছা-বশে হয়।
জীবেচ্ছায় হয় না কিছু, অনেকে এই কথা কয়॥

জীব সম দ্বন্দ্ব-বিকার, ব্রহ্মে যদি করি স্বীকার,
বিচারে এই দাঁড়ায় ব্যাপার, তুল্যভাবে দু'য়েই রয়।

আবার দেখি জীব যখন, কার্য্য করে ধরি' চেতন,
চৈতন্যময় ব্রহ্ম তখন, জীবভাবে কি ব্যক্ত নয় ;
দু'য়েরি মূল হ'লে চেতন, জীবেচ্ছায় কার্য্য-সাধন,
মিথ্যা বলা যায় না কখন, সর্ব্ব-ভাব-সমন্বয়।

৭১

মিলনে ত ধরাবাঁধা রূপ-উপভোগ।
বিরহে ত অহরহঃ, ভু-রূপ-সম্ভোগ॥

মিলনে ত মান দ্বন্দ্ব, কত বার কত সন্দ,
গণ্ডী মাঝে প্রেমানন্দ, বাড়ে ভ্রান্তি-রোগ।
বিরহে ভাব নিত্যবুদ্ধ, মতি সদা থাকে শুদ্ধ,
মাধুরী-স্রোত নহে রুদ্ধ, প্রেম-পুষ্টি-যোগ ;
মিলনে ত একরূপে, বিশ্বরূপ রাখে চেপে,
বিরহে ত সর্ব্বরূপে, একরূপ-ভোগ।
তবে ভাব-সম্মিলনে, যে যেথা থাক্ ঘরে বনে,
নাহি পায় স্থান মনে, সংযোগ বিয়োগ।

৭২

শুধু কথায় কে তা'র কৃপা পায়।
যে কথায় প্রাণ থাকে গাঁথা, গলে গো সে সেই কথায়॥

মুখের দু'টো মিষ্ট কথা, শুন্‌লে কামীর কমে ব্যথা,
না শুনিলে প্রাণের গাথা, প্রেমীর প্রাণ না জুড়ায়।

কথায় প্রাণ ঢালা কি না, যায় না জানা কার্য্য বিনা,
কিন্তু প্রেমী হয় যে জনা, ভাষেই ভাব বুঝে যায় ;
আর যিনি গো প্রেমের খনি, সর্ব্বভাবে পূর্ণ ধনী,
প্রাণের যে ভাব বুঝ্‌বেন তিনি, কি সন্দেহ আছে তা'য়।

---

৭৩

যে তোমাকে চিনেছে ঠিক, চোখে সে জন পড়ে ধরা।
দেখেও না দেখে কিছু, পায়ের তলে রাখে ধরা॥

কোনরূপ চা'ল না চালে, তেলো মাথায় তেল না ঢালে,
যে ভাবে থাক্, সত্য পালে, হয় না কা'রো ধামাধরা।
মগ্ন সদা নিত্যভাবে, অসার যা' তা' নাহি ভাবে,
কা'রো সঙ্গে অসদ্ভাবে, নাই কো কভু দ্বন্দ্ব করা ;
জ্ঞানালোকে হৃদি দীপ্ত, কোনো কাযে নহে লিপ্ত,
শান্ত, দান্ত, আত্মতৃপ্ত, প্রাণটা যেন প্রেমের ঝরা।

---

৭৪

তোমায় চিন্‌তে পারে ক'জনায়।
চিন্‌তে গেলে চিন্তা-ঘোরে, ঘুরায় ছলী ছ'জনায়॥

তুমি যদি দয়া-দানে, টানিয়ে লও আপন পানে,
মনটা তব স্বরূপ জানে, সিদ্ধি লভে ভজনায়।

তোমার ইচ্ছা পূর্ণ তরে, জীব মাত্র কর্ম্ম করে,
ফলটি তুমি রেখে করে, নিরত ভাব-যোজনায় ;
বিষয় ল'য়ে হ'য়ে মত্ত, ভুলিয়ে এই সার তত্ত্ব,
জীব ভ্রান্ত, কর্ম্মায়ত্ত, ম'জে মায়া-অর্চ্চনায়।

---

৭৫

প্রণয়ে ত নাই অপমান, জাগ্‌তে পারে অভিমান।
সারল্যের ছড়াছড়ি, চাপল্যের নাই কো স্থান ॥

গর্জ্জন আছে, বর্জ্জন-লয়, বিক্ষেপ আছে, আক্ষেপ নয়,
যাতনা নাই, ভাবনা রয়, ভ্রান্তি আছে, নাই কো ভান।
বিধি আছে, বন্ধ ক্ষীণ, প্রমোদ আছে, প্রমাদ লীন,
কর্ম্ম আছে, আসক্তি হীন, লয় আছে, নাই কো মান ;
হেন প্রেমে পূর্ণ যেবা, ক'র্‌লে পরে তাহার সেবা,
দুঃখী ভবে থাকে কেবা, চিরশান্তি লভে প্রাণ।

---

৭৬

হিড়িক্ ল'য়ে মা'ত্‌লে পরে, কাযের কায না কিছু হয়।
লাভের মাঝে নানা সাজে, সহজ ভাব চাপা রয় ॥

যে যত কায হেথা করে, সব সে সহজ ভাবের তরে,
বুদ্ধ তা' না হ'লে পরে, জীবনে না ঘুচে ভয়।

যে ভাবে তা' ফু'ট্‌তে পারে, হিড়িকে তা' জা'গ্‌তে নারে,
জা'গ্‌বে ত্বরা ভ'জ্‌লে যা'রে, সে ত কামের বাধ্য নয় ;
না পুষি' যে অভিমান, করে তা'রে আত্মদান,
তা'রি ঘুচে মায়া-ভান, কালকে সে জিনি' লয়।

৭৭

মেলার আগে মেলার মাঝে, ভেদ ভাঙিলে বাড়ে গোল।
মিল হ'লে পর, দিল্ না ছুটে, দিলেও শিরে ঢেলে ঘোল॥

মিলন-সাধ যেম্‌নি জাগে, অম্‌নি না সে লগ্ন লাগে,
মগ্ন হ'লে ভাবে রাগে, নাই কো হানি পি'ট্‌লে ঢোল।
মনটা ভাবে থা'ক্‌তে কাঁচা, খেলে কভু মানের খোঁচা,
সাঁচ্চা না রয় পেলেও মাচা, আচ্ছা ভাবে মায়ার কোল ;
দৃষ্টি যাহার প্রেমের 'পরে, নয় সে কোনো আড়ম্বরে,
চুপে চুপে কর্ম্ম করে, কামেই উঠে নামের রোল।

৭৮

দেব দেবী সব, ভাব-রূপ তব,
বিরাজ তুমি গো চেতন-স্বরূপে।
তা'ই জীব আগে, লভিতে তোমাকে,
সেই সব রূপ পূজে নানা রূপে॥

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর ত্রিরূপে তোমার, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয় বসুধার,
ধন-রূপ রমা, ভারতী—বিদ্যার,
ব্যক্ত বহু ভাব কালী-দুর্গা রূপে।
গুরু রূপ তব বিজ্ঞানী যিয়াগী, রুচি ভেদে যেবা যে ভাবানুরাগী,
ভজি' সেইরূপ, সেইভাব লাগি',
চাহে গো ডুবিতে চিদানন্দ-কূপে;
যতদিন তুমি যাহাকে মহীতে, আপন স্বরূপ না দাও জানিতে,
সে ত ততদিন তোমাকে কিছুতে
না পারে বুঝিতে কোন দাপেছপে।

---

৭৯

কিরূপে ঘুম আস্‌বে মম, ছাড়িয়ে তোমায়।
মা'য় না কোলে টেনে নিলে, ছেলে কি ঘুমায়?

পেলে তোমা নিদ্রাকালে, প'ড়্‌তে না হয় স্বপ্ন-জালে,
মহাযোগে শান্তি-ভোগে, রোগ ছুটে যায়।
সবই কাছে পাই তবে, অভাব-বোধ রয় না ভবে,
একতায়— সমতায়, স্বরূপ ফুটায়;

না মিলিলে তব সঙ্গ, দেখে' ভবে কাল-রঙ্গ
প্রাণটা ভীত, ভ্রান্ত চিত, বুদ্ধি লোপ পায়।

# তৃতীয় গুচ্ছ।

## প্রেম-বাস।

### ( আনন্দ-বিলাস )

৮০

আমিই তোমারে ভুলেও মানিনি, তুমি তা' দোষের ধরনি।
পোষণ ব্যতীত কখন আমারে, শাসন, পেষণ করনি॥

অবিচারে আমি সখের খাতিরে, ঘুরিয়া সতত বিবিধ ফিকিরে,
বিকারে জড়িত ভিতরে বাহিরে, তথাপি কিছুই হরনি।
যখনি যে কোন অভাব হেরেছ, স্বভাব-বিভবে সে দুখ হ'রেছ,
বিপদ-সাগরে নিস্তার ক'রেছ, ভাসায়ে বিবেক-তরণী ;
কু-ভাবে যখন কু-কাযে মেতেছি, ধরম হারায়ে ডুবিতে ব'সেছি,
তখনো সঠিক জানিতে পেরেছি, হৃদয় হইতে সরনি।
ধরণী সমান সকলি স'য়েছ, ঘরণী সমান যতনে পেলেছ,
শরণি সমান বুকেতে রেখেছ, আড়ালে কখনো চরনি।

৮১

আমি যা' ক'রেছি, যত যা' ভেবেছি, তুমি তা' হৃদয়ে লিখেছ।
উলটি পালটি, মনোভাব ক'টী, খুঁটিনাটি করি' দেখেছ॥

মায়ার কুহকে আমি কত স্থান, ঘুরেছি কি ভাবে পাগল সমান,
তুমি স্বীয় ভাবে করি' অবস্থান, সকল সন্ধান রেখেছ।

প্রবল বাসনা-প্রবাহে ভাসিয়া, কোথাও গিয়েছি কুসঙ্গে ফাঁসিয়া,
তুমি নানা রূপে নিকটে আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া টুকেছ ;
নিজের উপর প্রভুতা চাপায়ে, ঘোর অভিমানে বসুধা কাঁপায়ে,
প'ড়েছি যখন কুকাজে ঝাঁপায়ে, গোপনে কতই ব'কেছ।
আবার যখন হৃদয় ভিতর, দেখেছ স্বপনে কুভাবের স্তর,
তুমি ভাসি' তথা ঢালি' প্রেম-কর, জাগাতে আদরে ডেকেছ ;
মরি কি দয়াল তুমি বিশ্বনাথ, নিজ হাতে মোর খোদিত যে খাত,
সেথাও দেখি ত ফিরি' সাথ সাথ, হাত পেতে পাত রুখেছ।
এ দীন লাগিয়া, আড়ালে থাকিয়া, এত যদি প্রভু, ক'রেছ জাগিয়া,
স্বভাবে কেন না লও হে ডাকিয়া, কু-ভাবে কেন তা' ঢেকেছ।

৮২

তুমি যে সতত হৃদয়ে জাগ্রত, গিয়েছি মোহে তা' ভুলিয়া।
নিজে প্রভু সাজি' নানা কাযে মজি', অভিমানে আছি ফুলিয়া॥

তুমি যে আমারে এনেছ ভুবনে, কেবল তোমার বাসনা-পূরণে,
আমি তা' না মানি' আমিত্ব-কারণে, ফেলেছি সকলি গুলিয়া।
তবু তুমি এত সরল, উদার, ক্ষমার মূরতি, প্রেমের ভাণ্ডার,
শত অপরাধ উপেখি' আমার, রেখেছ দুয়ার খুলিয়া ;
স্বার্থের তাড়নে ভাবনা-পবনে, পড়িয়া যখন কামনা-প্লাবনে,
ডুবিতে ব'সেছি মরম-বেদনে, হাত ধ'রে নেছ তুলিয়া।

ভ্রমান্ধ হইয়া অজ্ঞান-ছলায়, কণ্টকিত পথে কাতর ঘথায়,
সুপথ দেখাতে, দিয়েছ তথায়, জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া ;
কি বলিব আর হে নাথ, তোমারে, তুমি ত সচ্চিদ্-আনন্দ-আকারে,
জড়া'য়ে আমারে বিবিধ প্রকারে, দিতেছ বিপদ ঠেলিয়া।

---

৮৩

আমি ত স্বেচ্ছায়, পূজিতে তোমায়, কখনো এ পথ ধরিনি।
'সুখে দুখে তুমি, মম অনুগামী,' এ ভাবে সময় হরিনি॥

আমি ত রিপুর ছলনে ভুলিয়া, বিষয়-গরল স্বকরে তুলিয়া,
খেয়ে তা' জ্বালায় ম'রেছি জ্বলিয়া, তথাপি ছাড়ি তা' সরিনি।
তুমিই সহসা কি যেন ভাবিয়া, আমার কি এক অভাব জানিয়া,
নিয়েছ স্বগুণে স্ব-ভাবে টানিয়া, জীবনে যে আশ করিনি ;
আরো যে কতই ক'রেছ আমায়, গাহিতে অপটু সে গুণ তোমার,
মরণ-শরণে এসেছি ক'বার, চরণ-স্মরণে মরিনি।
অযাচিত ভাবে তুমি প্রাণধন, এত না করিলে, এই মূঢ় মন,
ফিরিয়া আসে কি সুপথে এমন, ভুলেও যে পথে চরিনি।

---

৮৪

(আমি) তোমার উদ্দেশে গাহি যবে গান,
কত যেন প্রাণে আনন্দ পাই।
না থাকে বাসনা, কোনও যাতনা,
সকল ভাবনা ভুলিয়ে যাই।

প্রেমের উচ্ছ্বাস বাড়ে গো এমন, খ্যাপার মতন কি যেন কেমন,
যা'রে হেরি তা'রে, আলিঙ্গন ক'রে,
তা'র হাত ধ'রে নাচিতে চাই।
ভুবনে যে দিকে যা' দেখি সজ্জিত, বিশ্ব-প্রেম-রসে সকলি মজ্জিত,
সকলেরি চিত, প্রসাদে পূরিত,
বিষাদে জড়িত কেহই নাই ;
সমতা-শয়নে বিছায়ে জীবন, কোনো দোষ কা'রো করি না গ্রহণ,
না দেখি কি জাল, পেতে, ফিরে কাল,
তুমি মাত্র মূল বুঝি গো তা'ই।

---

৮৫

কা'র্ প্রেমে মাতি' জাগি' সারা রাতি, যুবতী প্রকৃতি মগনা ধ্যানে।
শশী তারকায়, কিরণ ছড়ায়, ঘন ছুটে যায় ঘনের পানে॥

তরুশিরোপরে চাপি' সমীরণ, ধীরে ধীরে করে চামর ব্যজন,
তুলি' কলতান আবেগে কেমন, ধায় প্রবাহিনী উদার প্রাণে।
সে কি গো এতই সবার স্বজন, এত যদি হয় সুজন সেজন,
আমি কেন থাকি অপ্রেমভাজন, বঞ্চিত তাহার মাধুরী-জ্ঞানে ;
প্রেম না ঢালিলে এ দীনের মনে, সে যে প্রেম-খনি বুঝিব কেমনে,
কি সুখ আবার সে প্রেম-রমণে, কি ভাব আনে বা প্রণয়-দানে।
যদি কেহ বলে 'প্রেমে না মজিলে, মগ্ন সবে প্রেমে কিরূপে বুঝিলে',
তুমি প্রেমরূপ, সে মূল খুঁজিলে, তা'ই মূল-ঠাঁই পরাণ টানে ;
সত্য আমি যদি মূলে তা'ই হই, ভাবে তাহা দেখি' স্থির কই রই,
স্বভাব যে মূল, ভাবে তাহা কই, ভাব বই মন মূল না মানে।

---

৮৬

দুলি' দুলি' ঢেউগুলি, খেলে নীরে।
একা আমি বাহি তরী, ধীরে ধীরে ॥

পড়িয়াছে ঢলি' রবি, রাঙা রাঙা মেঘ-ছবি,
করে কত জল-কেলি, দিক্ ঘিরে'।
পিছু বসি' বায়ু আসি', ঠেলে হাল ভীতি নাশি',
দেখে সুখে শোভারাশি, ঘুরে ফিরে ;
প্রাণে এবে অনুরাগে, শুধু এই ভাব জাগে,
কিসে তরী দিনে দিনে, লাগে তীরে।

---

৮৭

প্রতি ঘটে যবে সখে, আত্মা রূপে বর্ত্তমান।
জীব সব করে, কিম্বা তুমি কর, দুই(ই) সমান ॥

জীব-ভাব ব্যক্ত যাহা, তব শক্তি-রূপ তাহা,
সর্ব্ব-ইচ্ছা-স্বাধীনতা, তা'ই তাহে বিদ্যমান।
যে বলে জীব সচেতন, কাল সনে করে রণ,
তুমি ত তা', তোমা বই, প্রাণহীন বিশ্ব-প্রাণ ;
করে সে যে অহঙ্কার, অহম্-বোধ তুমিই তা'র,
ভোগ, যোগ, যত কিছু, চেতনায় সমাধান।
জীব বটে অভিমানী, সে তোমাকে 'আমি' মানি',
আমি—তুমি, তুমি—আমি, কোথা কা'র্ অভিমান।

৮৮

কি ক'রে আর পারি গো তা'র, অযথা দোষ মানিতে।
সর্ব্বভূত-সারভূত, পেরেছি যা'য় জানিতে ॥

যবে তা'র এ শক্তি আছে, অণু আসে অণুর কাছে,
তনুর পাশে তনুকে সে, পারে গো ঠিক টানিতে।
এমনি তা'র প্রাণের টান, এই যে মোর অধীর প্রাণ,
ছুটে না রে ছেড়ে তা'রে, অসার ধন আনিতে;
সে না হৃদে জা'গ্‌লে পরে, কি সাধ্য ভূত কার্য্য করে,
তবু লোকে ভুলে তা'কে, অবোধের বাণীতে।

---

৮৯

তুমি যে রাজ সদা, হৃদয় মাঝে।
বুঝি তা' হৃদি-রাজ, সকল কাযে ॥

এই যে আমিত্ব-মেলা, ভূত সনে কত খেলা,
তব ইচ্ছা বিনা কভু, কিছু না সাজে।
থাকি' তুমি সানুকূলে, জাগরিত ভাব-মূলে,
নানারূপে সাজি তা'ই, বিবিধ সাজে;
মনের কায কেউ না জানে, তোমার ঠাঁই হা'র সে মানে,
তবু তুমি দূরে শুনি', মরি গো লাজে।
অহম্-বোধ কভু সুপ্ত, তব শক্তি নহে গুপ্ত,
তাহা বই আর যাহা, সকলি বাজে।

৯০

শুধু ভাবে ক'জন ভাবে, রসে প্রাণ মাতোয়ারা।
ভঙ্গি মাঝে যে ভাব রাজে, তা'তেই যেন রস-ধারা॥

না পেলে সে ভাব-সঙ্গ, ভঙ্গিতে না ছুটে রঙ্গ,
ভঙ্গিটা হয় ভাবের অঙ্গ, তা'ই তা' করে পাগলপারা।
ভবের মূল ভাবটা বটে, ভঙ্গিতে তা'র নামটা রটে,
ভঙ্গিশূন্য শূন্য ঘটে, বিফল হয় আঁখি ঠারা;
ভাব ভঙ্গি, দু' যা'র সঙ্গী, সে ত প্রেমের লাট জঙ্গী,
পায় সহজে পদ ধিঙ্গি, যায় এড়ায়ে ভব-কারা।

---

৯১

তোমার অনন্ত ভাব-সিন্ধু মাঝে,
মন-তরী বেয়ে যতই যাই।
নিরখি কেবল শান্তির হিল্লোল,
কোনও কল্লোল-ভঙ্গিমা নাই॥

নাহি কো কোনও রিপুর শাসন, নাহি কো কোনও অভাব-ভাষণ
নাহি কো কোনও ভাবনা-পেষণ,
কিছু না ভীষণ দেখিতে পাই।
না থাকে কোনও মায়ার কুহক, না জাগে বিকারী বিষয়-পুলক,
সতত সচ্চিদ্-আনন্দ-আলোক,
ছড়ান র'য়েছে সকল ঠাঁই;

সাগরের তলে সদা স্থান পায়, বাহি তরীখানি যেন এ আশায়,
করমের ফল কোথা যাবে হায়,
তথা হ'তে তরী ফিরে গো তা'ই।
আর যাহে কভু না আসে সে ফিরে, সাগরের নীরে ডুবে ধীরে ধীরে,
দিয়ে সেই বল, না রাখিয়ে তীরে,
কর তা' অচিরে, এই ভিক্ষা চাই।

৯২

তোমা বই, কা'রো রাখি' হৃদাসনে, আমি ত কখন পূজিনি।
জানি' প্রাণ-প্রভু, তোমা ছাড়া কভু, কা'কেও কোথাও খুঁজিনি॥

স্মরণ অতীত কালে, যদি তা' ঘটিয়া থাকে,
অজ্ঞানে হ'য়েছে তাহা, কে তবে কি ভয় রাখে,
তুমি ত আমার হৃদয়ের নাথ, ফিরিয়াছ তবে সদা সাথ সাথ,
আমি ত সেমত, হ'তে ভাব রত, তোমার সহিত যুঝিনি।

অবোধ শিশুর তুমি প্রবীণ চালক হ'য়ে,
ফেল যে তাহারে ঘোরে, কু-ভাবে টানিয়া ল'য়ে,
এ ত নহে তব গুণ-পরিচয়, এ নহে তোমার উদার আশয়,
এ শুধু তোমার রহস্য লীলার, কিছু তা' তখন বুঝিনি;

আমি যা' কর্ত্তব্য মোর ক'রেছি, করি তা' এবে,
তুমি কর তব কায, অজ্ঞান তনয় ভেবে,
বারবার আর কি ক'ব তোমারে, রেখ না রেখ না বিষয়-বিকারে,
তোমার সেবায় লাগাও আমায়, জীবনে যে ভাবে মজি নি।

৯৩

ভাব যা' মম, ভাব তা' তব, যখন তুমি আত্মারাম।
মনটা শুধু ভিন্ন ভাবে, দেখি' স্থূল রূপ নাম॥

জীবে নিজে কি আর করে, তুমিই আত্মলীলা তরে,
অহঙ্কারে জীবাকারে, ক্রিয়ারত অবিরাম।
তা'ই যবে যা' আমি করি, তুমিই তা' কর হরি,
তুমি আমির ভাব ধরি', জাগাও আমার প্রাণে কাম;
তা'ই আমি ভেদ না মানি, তুমিই সব অনুমানি',
নই গো মিছা অভিমানী, নিজের গণি' ভবধাম।

---

৯৪

ভাব ভিন্ন বিভুর ঠাঁই, পায় না ভক্ত অন্য দান।
ধন জন মান তরে, ভক্তের না লুব্ধ প্রাণ॥

ভাবের খেলা ভালবেসে, ভাব-তরঙ্গে ডুবে ভেসে,
লাগে ভক্ত কূলে এসে, থা'কৃতে নদীর উজান টান।
কখন তা'র দুখ হেরিয়ে, তু'লৃতে না হয় হাত ধরিয়ে,
ভাব-বলে সে যায় তরিয়ে, হয় না ভয়ে মুহ্যমান;
ভগবানের অন্য দানে, ভাগ্য যা'রা শুভ মানে,
ভব-নদীর ঘোর তুফানে, না পায় তা'রা পরিত্রাণ।

৯৫

হ'য়েছে যা', হ'তেছে যা', হ'বে যাহা পরে।
তুমি যবে সর্ব্বমূলে, সবই শুভ তরে॥

গেছে ধন, যায় মান, পরাণ ছাড়িবে কবে,
যা'ক্ সব, কোন দুখ, কিছুতে না গণি ভবে,
তুমি সর্ব্বভূতে তা'ই, তোমা পেলে সবই পাই,
কোথাও যা'র স্থান নাই, সেও তব ঘরে।

সচ্চিদ্-আনন্দ-রূপে, তুমি সর্ব্ব কাল, দেশ,
রাখিয়াছ জাগরিত, করি সর্ব্বভাবোন্মেষ,
একমাত্র বস্তু তুমি, তোমাতেই তা'ই আমি,
ঢালি' প্রাণ তোমা কামী, প্রেমাবেশ-ভরে।

৯৬

যা' কর করুণাকর, হে শঙ্কর স্বামী।
তা'ই যেন শুভ মানি', স্থির থাকি আমি॥

তুমি এই বিশ্বরূপে, ইচ্ছামত বহু রূপে,
কর ব্যক্ত ভাব-তত্ত্ব, হ'য়ে লীলা-কামী।
ফেলে সেই ভাব-ঘোরে, যে ভাবেই রাখ মোরে,
র'ব আমি তব জোরে, তব অনুগামী;
তুমি তব শক্তি ল'য়ে, ক'রবে খেলা ব্যক্ত হ'য়ে,
আমার কি হানি তা'য়, থাকি' দিবাযামী।
তুমি নাথ, যবে ভূ-তে, সর্ব্বকালে সর্ব্বভূতে,
কোন্ রূপে বল কোথা, তোমা ছাড়ি নামি।

৯৭

আড়াল থেকে দেখা শুনা, অনেক ভাল সাম্‌নে চেয়ে।
সাম্‌নে রুদ্ধ ভাব-উৎস, আড়ালে স্রোত চলে ধেয়ে॥

সাম্‌নে কেবল দোষটা খুঁজি, আড়ালে সব গুণের বুঝি,
সাম্‌নে নানা বিধি-বাধা, গ্রন্থি ঢিলা আড়াল চেয়ে।
সাম্‌নে লীলার সীমা দেখি, অনন্ত তা' আড়াল থাকি',
সাম্‌নে যেন নিদ্রার ঘোর, জাগ্রত সব আড়াল পেয়ে;
পলের যে আড়াল-লীলা, সাগর মাঝে ভাসায় শিলা,
সম্মুখের যে যুগ-রঙ্গ, প্রাণকে মোহে ফেলে ছেয়ে।
আড়াল থেকে দেখা শুনায়, ভাব যা', প্রাণে আঁকা সোণায়,
সাম্‌নে তাহে ছাপ না লাগে, সে ভাব-রসে উঠ্‌লে নেয়ে।

৯৮

তোমারি সচ্চিদানন্দ, আছে বুঝি' তা'র মাঝে।
তা'রে আমি ভালবাসি, ভুলি না কো কোন কাযে॥

তাহার যে নাম, রূপ, তা'ই হেন অপরূপ,
গণি' তব প্রতিরূপ, বহু ভাব প্রাণে রাজে।
মন তা'ই অসদ্ভাবে, কখন না তা'কে ভাবে,
দেখে ধরা তা'র ভাবে, সুসজ্জিত নানা সাজে;
লক্ষ্য সে নয়, লক্ষ্য তুমি, তোমাকেই পেতে কামী,
(তবে) তা'তে তোমা দেখি আমি, ভু'ল্‌তে তা'রে তা'ই গো বাজে।

৯৯

আমি কি আর, রূপ ভালবাসি।
রূপের মূল তুমি, তা'ই তব অভিলাষী ॥

যে ভাবে যে রূপ দেখি, যাহা দেখি' ভুলে থাকি,
দেখি তোমা মাঝে রাখি', তব ভাবরাশি।
আর যা' ভাব ভাল মানি, তোমার তা' সব, ভাল জানি',
তোমা ল'য়ে টানাটানি, তব ভাবে ভাসি';
বিশ্বরূপে ব্যক্ত তুমি, তা'ই আমি দিবাযামী,
হ'য়ে তব ভাব-কামী, যাই আর আসি।

১০০

(আমি) তোমাকে যে ভালবাসিতে শিখেছি,
তা'রে আগে ভালবাসিয়া।
তুমি প্রেম-সিন্ধু, তাহা যে জেনেছি,
তা'র প্রেম-সরে ভাসিয়া ॥

তব ভাবরূপে ভরা যে ভুবন, তা'র রূপরাশি সে ভাব-কারণ,
তব ভাব এবে ভাবি যে জীবন, তা'র ভাবাবাসে আসিয়া।
তোমাতে যে আশ, পূর্ণতা-বিলাস, তা'কে ধরি' তা'র প্রথম বিকাশ,
তব গুণে মোর এত যে বিশ্বাস, তা'র গুণে দোষ নাশিয়া;
তুমি যে সচ্চিদ্-আনন্দ-রতন, তা'র শোভা হ'তে সে বোধ-স্ফুরণ,
তোমাতে যে আমি স্থিত অনুক্ষণ, তা'র সনে আগে মিশিয়া।

১০১

আমি যে তাহাকে এত ভালবাসি,
তোমাকেই ভালবাসিতে।
আমি যে তাহার প্রণয়-প্রয়াসী,
তব প্রেম-সরে ভাসিতে ॥
দেখিতে তাহাকে আছে যে পিয়াস,
সে শুধু দেখিতে তোমার বিলাস,
তাহার নিকটে বাসের যে আশ, সে তব কিরণে ভাসিতে।
আমি যে তাহাকে ভাবি মোর প্রাণ,
জাগাতে হৃদয়ে তব সত্তা-জ্ঞান,
সকলি তা'রে যে করিয়াছি দান, সে তব স্বভাবে আসিতে ;
তা'র যে বিকৃতি দেখিতে না চাই,
ভাবিলেও মনে বড় দুঃখ পাই,
সে তব নিত্যত্ব সদাই জাগাই, মিশিতে আনন্দরাশিতে।

---

১০২

(শুধু) তোমারি আহ্বানে সরল পরাণে,
আমি ত এখানে এসেছি।
(শুধু) তোমারি ইঙ্গিতে তনু জুড়াইতে,
সরসী মাঝারে নেমেছি ॥
সাদা প্রাণে তা'র কোন মল নাই,
তা'ই তা'কে দেখে এত শান্তি পাই,
কা'রো ঠাঁই কোথা কিছুই না চাই, সবই যেন হাতে পেয়েছি।

সাধ নাই মম দলিতে কমল,
আবিল করিতে সুগভীর তল,
রাখিতে কেবল জল সুবিমল, প্রবাহে গা ঢেলে দিয়েছি ;
আর যাহে জাগি' কামনা-পবন,
না ছুটায় এই প্রেমের মিলন,
সে হেতু স্বরূপ করিয়া চিন্তন, হৃদে তা' ধারণ ক'রেছি।

১০৩

কত জনমের অতৃপ্ত কামনা, পূরাতে এ দীন জীবনে।
সে ভাব-পাথারে ডুবালে আমারে, ভাসি গো যে ভাব-জীবনে॥

তুমি যেন মম ঘাঁটি' হৃদিখানি, খুঁটিনাটি করি' সব ভাব জানি',
প্রেম-সরসীর ঘাটে টেনে আনি', দেখালে কত কি গোপনে।
সরসীর প্রাণ আরসী সমান, যা' কিছু দেখিতে চাহে মোর প্রাণ,
সব যেন তাহে পাইয়াছে স্থান, অপার সুখের কারণে ;
তা'ই তা'র বুকে বসতি করিতে, তা'র ঢঙ দেখে সময় হরিতে,
হাসিতে, কাঁদিতে, বাঁচিতে, মরিতে, ভাবি না আর এ ভুবনে।
মনে ভাবি তুমি তনয় বলিয়া, কৃতার্থ করিতে করুণা করিয়া,
এসেছ নিকটে সে রূপ ধরিয়া, রাখিতে নয়নে নয়নে।

১০৪

আমি তা'র আশে দ্বার খুলে যথা, পথ পানে থাকি চাহিয়ে।
তব লাগি' যদি কিছু করি তা'র, দেখা দাও তুমি আসিয়ে॥

তা'র যে সুষমা, তব সুষমায়, গুণ যাহা, তব গুণ-গরিমায়,
যত কিছু ভাব, তব মহিমায়, গেছি মোহে তাহা ভুলিয়ে।

তা'র সব ভাবি' থাকি' ধ্যানে তা'র, মনে মনে কত জাগে অহঙ্কার,
অমিয়-সিন্ধুর তীর করি' সার, কালকূট খাই যাচিয়ে ;
ছায়া-ভাবে যবে ঘটে এতখানি, সে কায়া-স্বভাবে কত কি না জানি,
স্বভাবেই মোরে লহ ত্বরা টানি', ভাব-লেঠা যাক্ চুকিয়ে।

---

১০৫

উঠা, নামা, বাড়া, কমা, সবই হেথা ভোজের বাজী।
আমি কিন্তু রাজী তাহে, যাহে নাথ, তুমি রাজী॥

তুমি এই বিশ্ব-ভাবে, ব্যক্ত সদা, সবে ভাবে,
কেবা তবে নব ভাবে, ব'ল্‌বে 'আমি কাযের কাযী'।
তুমি সর্ব্বরূপ ধর, তুমি বাঁচ, তুমি মর,
তোমার কর্ম্ম তুমি কর, বড়, ছোট, সু-কু সাজি' ;
আমি তুমি-চিদার্ণবে, ফুটি, ভাসি, ডুবি যবে,
যা'ই তুমি কর তবে, কার্য্য মম বলা হাঁ, জী।

---

১০৬

দেহরূপে আমি তবে নই।
আমি ভবে তা'র ভাবে, যবে ডুবে রই॥

তখন যা' মম হেরি, সবই তা'র মনে করি,
তা'র যেন রূপ ধরি', আমি তা'ই হই।

কোনো ভাবে কোনো ভেদ, না বাড়ায় কোনো খেদ,
কি যে চিরসত্য-বেদ, তাহা জেনে লই ;
আবার যবে ভাব সরে, লক্ষ্য তা'র স্মৃতি 'পরে,
স্মৃতিও যা' সুখ তরে, সুখে সদা কই।

১০৭

প্রেমানন্দে স্থির লক্ষ্য, যদি কেহ রা'খ্‌তে চায়।
তব সঙ্গে থা'ক্‌লে তা'র, নিজ হ'তে ইচ্ছা যায়॥

তুমি কৃপা না করিলে, তুমি সঙ্গে না ফিরিলে,
ডোবে না প্রাণ ভাব-সলিলে, ঘুরি' নিত্য ভোগাশায়।
ভোগের এত মাদকতা, নাশে ধৈর্য্য, পবিত্রতা,
আনে সদা চঞ্চলতা, না রাখে মন সমতায় ;
যোগ বিনা ভোগ না ছুটে, ভোগ থাকিতে প্রেম না ফুটে,
প্রেম তব সঙ্গে যুটে, তব অঙ্গে স্থান পায়।

১০৮

তোমার ঘরে তুমি আছ, আমি কি তা' দে'খ্‌বো আর।
তুমি এবে লও তা' দেখি', আমার ভাবি, যা' তোমার॥

যতদিন তা' না জেনেছি, আড়ম্বরে দিন যেপেছি,
এবে যবে ভুল বুঝেছি, বইবো কেন মিথ্যা-ভার।
সা'ধ্‌বোই বা কিসের তরে, রা'খ্‌বো লক্ষ্য দেহোপরে,
থা'ক্‌বো ভীত কালের ডরে, করিয়ে তা'র ব্যবহার ;
তুমি যাহা ইচ্ছা কর, এখনি তা' ক'র্‌তে পার,
মোরে কেন ভুগিয়ে মার, জাগায়ে ছার অহঙ্কার।

১০৯

আমাতে এই যে আমির বিকাশ, তুমিতে সে আমি ভাতিছে।
তা'ই না যাচিতে ঘুমাতে জাগিতে, সে ভাবে শয়ন পাতিছে॥

এই আমি যদি হইত স্বাধীন, হ'ত না কখন পলকে নবীন,
সে নবত্ব তা'র কালের অধীন, সভয়ে তা'ই সে যাপিছে।
কাল তব বুকে করিয়া বিহার, করে গো তোমার আমিত্ব-প্রসার,
সে প্রসার মাঝে জীবত্ব-প্রচার, সে হেতু তোমা সে মানিছে;
যবে তোমা ঠিক পারে গো জানিতে, ভেদ নাহি দেখে তুমিতে আমিতে
যে হেতু আমিত্ব-বিকাশ মহীতে, তখনি সে হেতু ছাড়িছে।

---

১১০

তোমাকে দেখিলে আমি, কেমন যেন হই।
হৃদয়ে ভেবেছি, তা'তে মগ্ন এত নই॥

এত শান্তি নাহি পাই, আপনা না ভুলে' যাই,
'চাই আরো কিছু চাই' হেন আশে রই;
চোখের কাছে যবে ভাসো, মোর সব তৃষা নাশো,
কত ভাবে ভালবাসো, কত কথা কই;
অভিমান নাহি জাগে, আত্মহারা অনুরাগে,
সব কাযে তোমা আগে, সাথী ক'রে লই।

---

১১১

এই যে অসীম বিশ্ব বিভো, তোমার শুধু শক্তিরূপ।
আমার ভিতর তুমি, তা'ই গো, আমাতে তা'র প্রতিরূপ॥

তা'ই ত দেখি হৃদয় মাঝে, নিত্য নূতন ভাবের সাজে,
নূতন ঢঙে বিশ্ব রাজে, আ মরি কি অপরূপ।

চিন্ময় যে স্বরূপ তোমার, নাই কো তা'র কায়া,
অন্তরে মোর ধরে তা' রূপ, এতেই দয়া মায়া ;
তা'ই ত তোমার মধুর ভাবে, সদাই মম চিত্ত ভাবে,
তা'ই ত তত প্রাণ না যাচে, দে'খ্‌তে তব যা' স্বরূপ।

---

১১২

আমি ত তোমার আমিত্ব-প্রসার, তোমারি ইচ্ছায় জেগেছি।
তোমারি আদেশে, তোমারি আবেশে, তোমারি করমে লেগেছি॥

যখন যে ভাবে যেখানে এ ভবে, বলিছ আমারে চলিতে,
সেখানে অমনি, সে ভাবে তখনি, নিরত সে কথা পালিতে,
আমি ত আমার কিছুই বুঝি না, তোমা বই আর কিছুই খুঁজি না,
তুমি তা' বুঝেছ, বুঝিয়ে চ'লেছ, কি হেতু তোমাতে ভেসেছি।

বুঝি' এ ব্যাপার, প্রয়োজন যা'র, দিয়েছ, কত তা' দিতেছ,
দেখি' ব্যবহার, কভু তা' আবার, নিয়েছ সবারে, নিতেছ,
কত দিন মোরে এ ভাবে রাখিবে, আর কত লীলা এরূপে দেখিবে,
সে তব ভাবনা, তুমি তা' ভাবো না, আমি তা' ভুলিয়ে গিয়েছি।

---

১১৩

তাহার যে ভাব, ভঙ্গী, অনুপম শোভারাশি।
সব তব ভাবি' আমি, তা'রে সদা ভালবাসি ॥

তা'ই তা'র কথাগুলি, দেয় প্রাণে ঢেউ তুলি',
বিশ্ব যেন যাই ভুলি', দেখিয়ে সে মুখে হাসি।
তা'র যে সেই চারু রূপ, প্রকাশে এ বিশ্বরূপ,
সর্ব্বশান্তি-সুধা-কূপ, সর্ব্বরূপ-আশা-বাঁশী ;
ভ্রমণের ইন্দ্রবন, বাসে ইন্দ্র-নিকেতন,
লীলা তরে বৃন্দাবন, সাধনার ক্ষেত্র কাশী।
তা'র প্রেম-আলিঙ্গনে, এই ভাব জাগে মনে,
থাকি' সদা তা'র সনে, চিদানন্দ-স্রোতে ভাসি।

১১৪

বঞ্চিত হই আমি, দুঃখ তাহে নাই।
বঞ্চিত কা'রো যেন, করিতে না চাই ॥

হৃতমানে যদি রই, পশু সম গণ্য হই,
তা'ও ভাল, তবু যেন, মানে না তাকাই।
ত্যাগ-ধর্ম্মে মৃত্যু হ'লে, গণিব তা' শুভ ব'লে,
তবু যেন ভোগে মেতে, দিন না কাটাই ;
সত্য-ধনে রাখি' আশ, সার হো'ক্ বনে বাস,
তবু যেন মিথ্যা-ধন, যতনে এড়াই।
তোমা নাথ, সার জানি' দাসত্বকে শ্রেয়ঃ মানি,
তবু কভু প্রভুতাকে, যেন না জাগাই।

১১৫

যতই আঁধারে ঘিরুক্ আমারে,
তত দুঃখ মোর তাহাতে নাই।
তোমা' না ডাকিলে, তোমা' না ভাবিলে,
হৃদি মাঝে যত যাতনা পাই॥

প্রকৃতির বশে মন দিন দিন, অভাব-সংশয়-আতঙ্ক-অধীন,
তবু দেখি তা'কে তখনি স্বাধীন, যখনি তোমাকে ডাকিতে চাই।
এত যে প্রবল স্বার্থের তাড়ন, এত যে ভীষণ কু-ভাব-পীড়ন,
সব যেন যায় কোথায় তখন, শুধু প্রেম-স্রোতে ভাসিয়া যাই;
সচ্চিদ্-আনন্দে হৃদয় পূরিত, না থাকে কোনও সাধ অপূর্ণিত,
জীবত্ব—শিবত্ব হয় উপনীত, সমত্ব-মণ্ডিত সকল ঠাঁই।

১১৬

আর কেন এ মায়াতে।
চালিয়ে মোরে জ্বালিয়ে মার, অসার ধন-জায়াতে॥

বিষয়-পথে জানিয়ে হানি, ভোগাও তথা টানিয়ে আনি'
শুনিয়ে প্রাণের কাতর বাণী, যাও না নিয়ে ছায়াতে।
চাই পদে প্রাণ ঢালিয়া দিতে, ও ভাব-রসে গলিয়া যেতে,
ও রূপ-সরে তলিয়া যেতে, মিলিয়া যেতে কায়াতে।

১১৭

আমি বাত-ঘন যে বাসি ভাল, চিদ্-ঘনকে দেখার লাগি'।
চেতন হয় যে জড়ের মূল, জড় বিনা কে সে ভাব-ভাগী॥

ঘন ঘন যে ঘর সরে, চেতনে তা' ব্যক্ত করে,
জড়ে সে ভাব থা'ক্‌লে পরে, জড়ই শুধু থা'ক্‌তো জাগি'।
বিশ্বে ঢালা যবে চেতন, দে'খ্‌তে তা'রে ক'র্‌লে যতন,
ভাব ধরি' সে মনের মতন, ক'র্‌বে পূর্ণ আত্মরাগী;
তবে যা' জড় বলে লোকে, মূল না তা'র দেখে চোখে,
মূলকে পেলে ভ্রান্তি-ঝোঁকে, স্থূল না কিছু লয় গো মাগি'।

---

১১৮

শান্ত মনের একটি যে ভাব, তৃপ্ত হ' প্রাণ তাহে থাকি'।
নীল গগনের একটি যা চাঁদ, দীপ্ত হ' তা' হৃদে রাখি'॥

বাঁধা বীণার একটি তারে, বাজা—যে রাগ বা'জ্‌তে পারে,
জানিস্ হৃদে হে'র্‌বি যা'রে, তা'র না প্রেমে প'ড়্‌বি ফাঁকি।
অনন্তের ছায়া মাঝে, সান্ত যে সব কায়া রাজে,
কেউ না বাধা দিবে কাযে, ল'বে না কেউ দলে ডাকি';
অনন্তের সঙ্গী হ'য়ে, অনন্ত-গুণ গেয়ে গেয়ে,
অনন্তের তত্ত্ব পেয়ে, সবকে একে রা'খ্‌বি ঢাকি'।

---

ওঁম্ তৎ সৎ।

# বিজ্ঞাপন।

## স্বামী পরমানন্দ প্রণীত গ্রন্থাবলী।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | আনন্দ-লহর ( শক্তি-তত্ত্ব ) | ... ... | মূল্য ৬০ আনা। |
| ২। | আনন্দ-নির্ঝর ( স্বভাব-তত্ত্ব ) | ... ... | „ „ „ |
| ৩। | আনন্দ-কানন ( প্রেম-তত্ত্ব ) | ... ... | „ „ „ |
| ৪। | আনন্দ-প্রদীপ ( ব্রহ্ম-তত্ত্ব ) | ... ... | „ „ „ |
| ৫। | আনন্দ-সাগর ( সদ্ভাব-তত্ত্ব ) | ... ... | „ „ „ |
| ৬। | আনন্দ-রসাল ( রস-তত্ত্ব ) | ... ... | „ „ „ |
| ৭। | আনন্দ-বিজ্ঞান ( বেদান্ত-তত্ত্ব ) | ... ... | „ ১৲ টাকা। |
| ৮। | আনন্দ-গীতা ( যন্ত্রস্থ ) | | |

প্রাপ্তিস্থান—

শঙ্কর-মঠ, রামরাজাতলা, হাওড়া।

28 NOV. 1918
WRITERS BUILDINGS

(2)